পদ্মা

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৩০৮

কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত, এবং ৩৫।২ বিডন ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য দেড় টাকা

মাতৃভূমির প্রিয় কবি, বরেণ্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয় সুহৃদ্বরেষু।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের কয়েকটী কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবার অনেকগুলি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইল। কবিতাগুলির পর্য্যায়-বিন্যাসেও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

অয়ি নদি, একবার হেরি রূপ তব
আরবার এ মানস-স্রোতে অভিনব
হেরি ঊর্ম্মিলীলা ! দু'টি ধারা মুগ্ধপ্রায়,
কি দুর্লভ লক্ষ্যপানে ছুটিছ তৃষায় !

সূচী

সূচী

সূচী

সূচী

প্রকৃতি অয়ি

তুমি সুলক্ষণা, কল্যাণময়ী,
বরেণ্যা, দিব্যবরণী ;
ঊর্দ্ধে, মহা ব্যোম ঘিরিয়ে তোমা ;
চরণ চুমে ধরণী ।

ষড় ঋতু রাঙ্গা চরণের দাস,
পুলকে ঢালিছে অর্ঘ্য বারমাস !
মোদিত, কূজিত তব সুখ-বাস ;
সৌরভ-শোভা-বাহিনি !

পলকে সাজিছ নব নব বেশে ;
কৌতুকে উছলি পড় হেসে হেসে !
নট, ভাট, গুণী রটে দেশে দেশে
গৌরব-স্তব-কাহিনী ।

পদ্মা

তোমারি মাধুরী তারা, পূর্ণ ইন্দু;
মন্বন্তর সাক্ষী সুবিশাল সিন্ধু;
শিশিরসম্পাতে, স্নেহ বিন্দু বিন্দু
বহিছে ঊষা অরুণা!

মরুভূ ঊষর, শ্যামল প্রান্তর,
অটবী নিবিড়, গভীর কন্দর,—
নিজ নিজ রসে সকলি সুন্দর,
তোমারি ছায়া তরুণা!

উদ্দাম ঝঞ্ঝা, জলদ-গর্জ্জন,
বর্ষণ ঘন, অণুভাকম্পন,
পুষ্পিত বীথী, বিটপীনর্ত্তন,
কহ্লার-ভরা সরসী,

প্রভাত শান্ত, গোধূলী মলিন,
মধ্যাহ্ন দীপ্ত, নিশা স্বপ্নলীন,—
বৈচিত্র্যে নিত্য রাখিছ নবীন,
কোমল করে পরশি'।

পদ্মা

হাস   ঝরিবে মুকুতা সঘনে ;
চাহ-- ভাতিবে চৌদিক কিরণে ;
গাহ-- উঠিবে ঝঙ্কার ভুবনে,
-- ভরিবে শূন্য সম্পদে !

পা'ক্ কবি ভাবচ্ছন্দস্তভাষা ;
হোক্ সাধনা, বাঁধুক্ দুরাশা ;
ডুবি' লাবণ্যে বাড়ুক্ পিপাসা ;
লাবণ্যময়ী বরদে !

নশ্বর নিখিল যৌবনে ব্যাপি'
জাগিছ চির-নন্দিতা ;
যুগে যুগে চিত্তে বিরাজ নিত্য,
সুরেন্দ্র-জন-বন্দিতা !

বঙ্গভাষা

আহা, দীনা বঙ্গভাষা !
ভাঙ্গে নাই যেন নিশা-তন্দ্রালস,
মুছে নি শীতের কুহেলি-তমস,
কেবল উষার অরুণ-পরশ
বহিয়া আনিছে আশা ;
আহা, দীনা বঙ্গভাষা !

আহা, দীনা বঙ্গভাষা !
আধখানি কথা ফুটিছে সরমে ;
আধখানি ব্যথা লুটিছে মরমে,
ঝলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে
ক্ষরিছে তৃষ্ণানাশা ;
আহা; দীনা বঙ্গভাষা !

ছিলে মুগ্ধা কামপুষ্পিতশয়নে,
শিরীষকোমল বচনরচনে,
ভাঙ্গিল কুহক, দুন্দুভির স্বনে
জাগিয়া উঠিলে কবে ?

রৌদ্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া,
বাঁশরী-আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া,
তেজস্বিনী-সমা দিলে কাঁপাইয়া,
বিস্ময় মানিনু সবে !

শুনাইলে ব্যাস, বাল্মীকি এ বঙ্গে,-
ডুবিল কৌরব বিদ্বেষ-তরঙ্গে ;
পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভার্য্যা সঙ্গে
হন রাম বনবাসী।

দেখাইলা—ভীষ্ম, পার্থ, যদুপতি,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী সতী
তৃষিত বঙ্গে এল জ্ঞানজ্যোতি,
নিবিড় তিমির নাশি।

আবার যথায় ব্রজকুঞ্জবন,
"ললিতলবঙ্গলতার শীলন—"
ভুলিয়া,—শুনিব গাহিছে কেমন,
তোমার বৈষ্ণব কবি ;—

"সহিতে না পারি' মুরলীর ধ্বনি—
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনি,
দেখিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণি,
ভক্তের মাধুরী-ছবি !

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাবসংমিশ্রণে,
সেজেছ কি এক অপূর্ব্ব ভূষণে
ধ্রুবজ্যোতি সম উজলি কিরণে
সাহিত্য-জগদাকাশে !

মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া,
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া,
কোমল কোরকাবাসে।

পদ্মা।

অয়ি সালঙ্কারে ! স্বভাবসুন্দরি !
মধুর, করুণ-রস-অধীশ্বরি !
কবিতার চির-প্রিয়-সহচরি !
আরো এস চ'লে কাছে !

ধন্য, ধন্য, হে ভাববিচিত্রে !
নহ তুমি দীনা,—তব ছত্রে ছত্রে
যৌবনপুলক ; তব পত্রে পত্রে
বসন্ত চুমিয়া আছে !

পঞ্চবটী

হ্যাদে হ্যাখ বঙ্গযুবা ! যদি প্রেয়সীর
অঞ্চলবন্ধনখানি পার খসাইতে,
(সাহেব-মিলন-ভীতি অন্তরে চাপিয়া)
হৈমন্তিক অবসরে কিম্বা মধুমাসে,
লঙ্ঘি' মহারাষ্ট্রখাত, চঞ্চল পাখায়
গগনবিহারী হৃষ্ট বিহঙ্গের প্রায়
চাও উড়িতে কৌতুকে ; স্বাধীন সতেজ,
দেখি' নব নব দেশ, নব নদী নদ,
সাগর ভূধর মরু শ্যামল প্রান্তর,
নিবিড় কানন-শোভা ; প্রকৃতির সজ্জা,
দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, বিচিত্র উল্লাসে
আভাময় !--প্রিয়া কিন্তু ডাকিবে পশ্চাতে,
যদি ফেলে যেতে চাও ; অভিমানে ফুলি'
বলয় টঙ্কার দিয়ে নয়ন বাঁকায়ে,

তুলিবে বিদ্রোহ-স্বর !---"ওগো, মাথা খাও,
সাথে লও মোরে !" ভুলিবে না কিন্তু,
যত কর, পায়ে পড়, দিব্যি কেড়ে বল
ওই নাকি এনে দিবে সপ্তনৃপতির
ধন অমূল্য মাণিক। দিল্লির প্রসিদ্ধি,
জয়পুরী পাথরেব দ্রব্য, আগ্‌রার
চারু কারুকার্য্য! -সব চেয়ে, নিও সাথে
হৃদয়সঙ্গিনী আর যত প্রিয়জনে,
অবরোধ খুলি' ; আহা, দেখিবে জগৎ !

তবু যদি ছুটে যাও, বেণুর স্বরবে
মুগ্ধ বন-হরিণের প্রায়, যূথভ্রষ্ট,
আদোসর, বিদায়ের ব্যথাভার সাথে !
একবার মনে করে নামিও নাসিকে,
পঞ্চবটীতীর্থে; এখানে লক্ষণ-করে
শূর্পণখা কিন্তু নাসিকা-রত্নের মায়া
গিয়াছিলা ত্যজি' !-- অগত্যা এ কথাটীর
রেখো-উপরোধ ! দ্রুতগ বাষ্পীয় যান,
মন্দ বেগভরে, ঘরি ফিরি' নামি উঠি'

নাগিনীর মত, তির্য্যক্‌গতিতে কত
রঙ্গ ভঙ্গে লয়ে য়াবে অতি সাবধানে
তমিস্র সঙ্কীর্ণ অসমান আঁকা-বাঁকা
আধিত্যকা-পথে। দেখিতে দেখিতে যেন
হরষ-বিহ্বলে, বিস্মৃত হয়ো না কথা।—
ষ্টেসনে পাণ্ডারা খুলি' সুদীর্ঘ তালিকা
অট্টরোলে বেড়িবে তোমারে; ওরি মাঝে
একজনে, ধীর নম্রে করিয়া বরণ,
পথে ঘাটে বিরোধের করিও ভঞ্জন!

দূর হতে সে পাণ্ডার ছোট ছেলে মেয়ে,
ঘিরিয়া তোমারে লয়ে যাবে গৃহে টানি;
দেখাদেখি করিবে আদর-অভিনয়।
শেষে ধরা দিবে, ভাঙ্গিবে সঙ্কোচ যত;
কত আব্‌দার অভিমান হয়ে যাবে
একদণ্ডে; ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস
'জোর করে' বুঝাইবে অনর্গল ব'কে
ছায়ার মতন ফিরিবে পশ্চাতে তব,
মুহূর্ত্তে ভুলায়ে দিবে পথশ্রম-ক্লেশ।

আহারান্তে, বিশ্রামান্তে, পাণ্ডার সহিত
নগর ত্যজিয়া অগ্রে উঠিও পাহাড়ে ;—
হেরিবে বিচিত্র দরী- 'পাণ্ডবের গুহা' ;
প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি ভীম যুধিষ্ঠির,
কুরুসভা, পাঞ্চাল ভবন : কোন স্থানে
দেখিবে অযত্নে পড়ি ভগ্নমূর্ত্তি কত,
অদ্ভুত, উদ্ভট দৃশ্য ! বিস্ময়ে চাহিয়া
প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কলা অবাকে দেখিবে !
যদি পূর্ব্ব-গর্ব্ব সেথা মনে পড়ে যায় ! –
হৃদয়ে চাপিয়া ভার, নিঃশব্দে নির্জ্জনে
শুধু একবিন্দু অশ্রু আসিও রাখিয়া।

পরদিন, গোদাবরী-তটে, লীলাক্ষেত্র
পঞ্চবটী যাইও দেখিতে। উভপার্শ্বে
হেরিবে সজ্জিত, মনোহর সৌম্যকান্তি
দেউল-মন্দিরসারি ; কোনটী ধূসর,
কোনটি বা সুশুভ্র সুন্দর। মধ্যে তার,
দেখিও মোহন দৃশ্য, মসৃণ প্রাচীরে
সুচারু-অঙ্কিত চিত্র—শ্রীরাম লক্ষ্মণ,

দিব্যকান্তি; সীতাদেবী, অনন্তযৌবনা;
পাণ্ডা যদি বলে, "বাবু, করহ প্রণাম,"
নীরবে নোঁয়ায়ো শির ভুলি' অভিমান।
একাকী পশিও শেষে পঞ্চবটী বনে,
(হ্যাট্ কোট্ ছড়ি বুট্ ফেলে দিয়ে এসে)
নগ্নপদে, শুদ্ধচিত্তে! শান্ত তপোবন
হেরি' উঠিবে শিহরি! ভ্রমিবে রোমাঞ্চে,
প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা, পুষ্প ফল দেখি'।
সাধ যাবে, নিজ গৃহ তরে ভরে' লই
প্রীতি-নিদর্শন। তৃপ্তিহীন, ঘুরি ঘুরি
যন্ত্রের চালিত প্রায়, ফেলিবে নিঃশ্বাস
শ্রমভরে। ক্রমে ক্রমে, মুগ্ধক্ষেত্রে ধীরে,
সুপ্ত স্মৃতি-নাট্যমঞ্চে দিবাস্বপ্নগুলি
দেখা দিবে অভিনেতৃ সম! সে পুলকে,
সে মধু আলসে, বসিয়া পড়িবে স্নিগ্ধ
নিকুঞ্জছায়ায়; নব ঘন তৃণোপরি।
সেই অপরাহ্নে নিঃশব্দে করিবে নৃত্য
অটবীর তরুরাজি; শীতলে বহিবে
বায়ু মৌন তপোবনে; তুলিবে হিল্লোল
প্রাণে তব; যে মধু-হিল্লোলে, ভুলেছিলা

বনক্লেশ একদিন রাঘবদম্পতি!
সপ্তচ্ছদ, সহকার তেমনি দাঁড়ায়ে,
ছায়া করি' ধার্ম্মিকের মত; মণ্ডপাঙ্কে
সুশোভিত কুরুবক, পুষ্প-কিসলয়ে;
বেতসী. মাধবী, আজো বিনীতা, লজ্জিতা;
স্রোতস্বীর সেই লীলাদোল. কুলুগাথা;
সেই স্নিগ্ধাঞ্জন নভ, হেরিবে প্রশান্ত।
– পুণ্যস্পর্শে এঁকে গেছে রোমাঞ্চের রেখা;
বেণুরবে ব্রজে যথা কদম্বসুন্দরী।

অঙ্গুলিসঙ্কেতে স্মৃতি আনিবে ডাকিয়া
সেই যুগ: যে দিনের যত স্বরলীলা!
অযোধ্যার সে আনন্দ; কল্য সূর্য্যোদয়ে,
অভিষিক্ত হবেন শ্রীরাম যৌবরাজ্যে;
একেবারে শত শঙ্খে উঠিল ধ্বনিয়া
শুভবার্ত্তা, কুলাঙ্গনা দিল হুলহুলি:
হর্ষোচ্ছ্বাসে জয়বাদ্য উঠিল বাজিয়া।
পোহাইল সুখনিশি;—একি দৃশ্য হায়.
রাজপুত্র-জটাবল্কধারী. ভার্য্যাসহ

চলিলেন বনে ! ছায়া সম, মহাযশা
সুমিত্রাবৎসল বীর চলিলা পশ্চাতে।
সরযূর আর্ত্ত-কলস্বরে হাহা করি'
অযোধ্যা উঠিল কাঁদি ; রাজমাতা সনে
পাগলিনী রহিল পড়িয়া রামধ্যানে
দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ মৃতপ্রাণ ধরি !
—আর অশ্রু মানিবে না অনুরোধ তব,
দীন নেত্রপ্রান্তে শোভিবে সুকৃতি সম ;
ধরার দুলাল, কাঁদিয়া অধৈর্য্য হ'বি।
জোড়করে কহিবে কাতরে. "মাগো, আর
দেখায়ো না, আর কাঁদায়ো না!" মনে হবে,
এই ত সে বন ; অদূর কুটীরে কোথা
সীতাসহ রঘুবর মিষ্টালাপে রত ;
ধনুঃশরধারী লক্ষ্মণ প্রহরী দ্বারে ;
বৃক্ষশাখে দোলে তূণ, স্নানার্দ্র বল্কল ;
সযত্নে রক্ষিত অভুক্ত সুমিষ্ট ফল
বনেচর অতিথির তরে !— আর কিছু
বুঝিবে না, চাহিবে না ; স্বপ্নাবিষ্ট সম
নিরাকুল, রহিবে জাগ্রত-অচেতন !

দেখিবে চাহিয়া, তটিনীসৈকতে আসে
গৌরাঙ্গিনী এক ধীর পদে, পরিধানে
চারু নীলাম্বরী—ঢাকিতে প্রয়াস বৃথা
পূর্ণ লাবণ্যের লজ্জা ; ছলকি ঝলকি
উঠিছে উথলি কান্তি তরুণ কোমল !
থমকি দাঁড়ায়ে ক্ষণ, চিত্রার্পিতা প্রায়,
পায় পায় অতিক্রমি বাঁধাঘাটে পাংশু
প্রস্তরসোপানাবলী, নামিবে গাহনে ;
কুম্ভ ভাসিবে সলিলে, উড়িবে কুন্তল,
আবক্ষ নিমজ্জি আলস্যে, চাহিয়া রবে
সেই মহারাষ্ট্রবালা ;. অবেলায় নেয়ে
কুম্ভ পূর্ণ করি' আর্দ্রবস্ত্রে আর্দ্রকেশে,
মন্থরগমনে ফিরে যাবে। জলকণা
কেশ হতে বস্ত্রপ্রান্তে গড়ি' লুটাইবে
রাতুল চরণে, সোহাগে জড়ায়ে অঙ্গ
চলে যাবে সাথে ; রণিতে কঙ্কণ কাঞ্চি
মন্দিরানুকারে, মিলে যাবে দূর পথে।
শিহরি উঠিবে চকি' স্বপ্নাহত হেন ;
ভাবিবে, এ বনবালা গেল অবগাহি।

ক্রমে বেলা সনে রৌদ্র আসিবে ফিরিয়া।
মৃগগুলি চক্রাকারে আছিল বসিয়া,
দাঁড়াবে চকিতে উঠি, কাণ খাড়া করি',
হাঁটিয়া চলিবে নদীমুখে ; ঝোপাবৃত
নালা দিয়া নামিয়া পড়িবে প্রান্ত-তটে ;
এক এক করি জল খেয়ে দল বাঁধি'
ফিরিবে কাননে, হৃষ্ট ! হংসযূথ
সার গাঁথি' জল হতে উঠিয়া পড়িবে
ঝট্‌পটি আর্দ্রগাত্র, কণ্ডুয়ন সারি,'
রক্তচঞ্চু সিক্তপক্ষে পূর্ণবিদ্ধ করি'
পা গুটিয়ে জড়সড়, নেত্র দুটি মুদি'
বসিবে আরামে, মন্দরৌদ্র পোহাইতে।
শেষে, হটি' হটি' পাছে ভীরু রৌদ্রটুকু
স'রে স'রে যাবে ; একে একে ছাড়ি' ছাড়ি'
নদীধাপগুলি, সৌধের কাণায় গিয়ে
ঠেকিবে কিরণ ; তারপরে চলে যাবে
উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে, শেষ-ঝিকিমিকি খেলি'
লুকাইয়া পড়িবে গহনে, ভগ্নপদে !
চক্রবাক্ আর্ত্তস্বরে উঠিবে কাঁদিয়া !

ছায়াময়ী শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যাকন্যাগণ
নীরদ-আবাস হ'তে—

ছায়াময়ী শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যাকন্যাগণ
নীরদ-আবাস হ'তে দিবে গা ঢালিয়া!
নয়ন অলস-রাঙ্গা, সীমন্তে সিন্দূর,
বক্ষে শুকচঞ্চু সম শোভিবে সুন্দর!
নিবিড় চিকুরদাম, শ্লথ-নীলাম্বরী
ঘুরি' ঘুরি' লুটোপুটি আসিবে নামিয়া
ধরাগাত্রে; শিয়রে পসারি কেশরাশি
নিমিষে পড়িবে ঘুমি নদীবক্ষে কেহ,
কেহ বা সৈকতে, নিকুঞ্জনিভৃতে কেহ;
অঞ্চল খসিয়া গিয়া লুটিবে এলায়ে,
ঢেকে দিবে ধরণীর সুশ্যামল লাজ!
স্বচ্ছ নদীজল, মিস্‌মিসে কালো হবে,
গাছেরা ঘোরালো আরো; তাম্র মেঘে ফাঁকে
ফাঁকে গুটিকত তারা উঠিবে ফুটিয়া;
আঁধারে দেউলপংক্তি দেখাইবে যেন
ঋষির আশ্রম। দীপ জ্বালি' সমাদরে
গৃহস্থগৃহিণী সন্ধ্যারে বরিয়া লবে,
কোন ভক্ত করিবে আরতি দেবতার,
কেহ বা দেখিবে; কেহ দেবতা-উদ্দেশে
প্রিয়জনে বরিবে আনন্দে। শর্বরীতে

কেহ আলাপিবে ক্লান্ত-স্বর। নানা ভাবে
একি সন্ধ্যা গৃহে গৃহে ফিরিবে কৌতুকে।
দুহাতে সরায়ে অন্ধকার পূর্ণচন্দ্র
আসিবে উঠিয়া ; দীর্ঘ স্বর্ণসূত্র-হেম,
জড়ায়ে জড়ায়ে তরুশাখে, গলি' গলি'
ঝরি' ঝরি' তরল-আনন্দে, নীল জলে
পড়ি' আলো থর থর কাঁপিবে সঘনে।
দূরে দূরে দূর-দীপগুলি দেখাইবে
প্রাতস্তারা মত, নিষ্প্রভ বিবর্ণ ম্লান।
স্নিগ্ধ ছায়াপথখানি ভাতিবে সুন্দর ;
দুটি আঁখি স্বপ্নভরে আসিবে মুদিয়া।
উঠিবে শিহরি তরুশাখে নারীমূর্ত্তি
হেরি আচম্বিতে ; শুনিবে মাধুরীভঙ্গে
গুঞ্জরে সারঙ্গ ললিত বসন্তরাগে ;
গমকে মূর্চ্ছনে, নামি উঠি' ঘুরি ফিরি'
চঞ্চল অঙ্গুলিগুলি করিতেছে খেলা ;
সুন্দর পরশ-অন্ধ যন্ত্র নম্রশিরে
পালিছে দুরূহ আজ্ঞা সিদ্ধা বাদিনীর !
কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠ উঠিল মিশিয়া
মিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে ; ঝিল্লি, তানপূরা ভরি'

রাখিতে লাগিল সুর : কাছে আম্রশাখে
কোকিলা ঢালিয়া দিল সুসঙ্গত লয় !
ভাবিবে, এ বনদেবী বন-বীণা লয়ে'
করিছেন মধুর আবৃত্তি ! ভ্রান্ত তুমি ;
পাণ্ডার ষোড়শী কন্যা বসি' মুক্তছাদে
গাহিতেছে প্রাণ খুলি' : পল্লবিত শাখ
রেখেছে আবরি আধ, ক্ষীণ গৌরতনু !
শেষে, কবে গীত থেমে, লয়রেশটুকু
গুঞ্জিত রহিবে জাগি' কিসের নিভৃতে ;
কবে সেই মেয়ে ঘরে ফিরিবে নীরবে,
দীপটুকু নিবাইয়া শুইবে শয্যায়,
বুকে টানি' সুপ্ত ভাইটিরে ফুলিবে গুমরি
কি জানি কি খেদে ; করে পথিক একটি
অধীরে বাহিবে পথ ; জানিবে না কিছু !
সাথে সাথে মন্দিরের উচ্চ অগ্রভাগ
ক্রমে সাদা করি' বাড়ন্ত কিশোর জ্যোৎস্না
বিকচ যৌবনভরে উঠিবে ফুটিয়া !
সহসা ভাঙ্গিবে স্বপ্ন ! ভৃত্য আসি দিবে
জাগাইয়া— নিশি দ্বিপ্রহর। স্বপ্নাদিষ্ট,
ভারাতুর মৌনে ধীরে ফিরে যেও গৃহে !

বনপথে

চল্ রে চল্,
আজ হৃদয় মাঝে মিছে শঙ্কা লাজে,
তলে তলে ছল ছলে, ফ্যালে কে জল ?
চল রে চল্ !

চল্ রে চল্,
ঐ নদীর তরঙ্গ করিছে রঙ্গ ;
ছন্ন মনে বসি কোণে, বল্ কি ফল ?
চল্ রে চল্ !

চল্ রে চল্,
ছাখ্, যমুনা উজান, বহিছে তুফান !
কোথা হ'তে টেনে ল'তে, ডাকে কে বল্ ;
চল্ রে চল্ !

চল্ রে চল্,
মিছারে অভিমান হলে নির্ব্বাণ
নাই জ্ঞান, নাই ভাণ, চাতুরী ছল ;
চল রে চল ।

চল্ রে চল্,
যত লজ্জা সরম, ধরম করম,
লয়ে ডালি, দিব ঢালি চরণতল ;
চল রে চল ।

চল্ রে চল্,
'চপলা চিকেমিকে' ঐ দিকে দিকে
মনোমাঝে পূর্ণসাজে ডাকে বাদল
চল রে চল

চল্‌ রে চল্‌,
শোন্‌, মোহন ছন্দ, রাগিণী বন্ধ ;
জ্যোৎস্না হাসে. ভেসে আসে বংশীর কল্‌ ;
চল্‌ রে চল্‌ !

চল্‌ রে চল্‌,
অনিল-রোমাঞ্চিত, গন্ধমোদিত,
মনোরথে, বনপথে, কি টল্‌মল্‌ ;
চল্‌ রে চল্‌ !

চল্‌ রে চল্‌,
ঐ গগনে পবনে, পুলিনে কাননে,
চোখোচুখি মুখোমুখি. স্পর্শ-চপল ;
চল্‌ রে চল্‌ !

চল্ রে চল্,
মোর প্রাণে বঁধুরে কুঞ্জ-মধুরে
পাব একা, ক'ব সখা, আমি পাগল ;
চল্ রে চল্ !

চল্ রে চল্,
যাবে রহস্য ভাষ্য, কুটিল হাস্য
কুটি কুটি টুটি টুটি, গলি তরল ;
চল্ রে চল্ !

চল্ রে চল্,
আজ মিলনানন্দে গীতে সুগন্ধে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে দোল কেবল ;
চল্ রে চল্ !

বাঁশী

ঢর্ ঢর্ জর্ জর্
কাঁপে তনু থর্ থর্,--
কার এ বাঁশীর স্বর
কদম-তলে।

রসভরে টলমল
উথলে যমুনা-জল
জ্যোৎস্না-বধূ করি ছল
এসেছে জলে।

করুণ--করুণতর
বাঁশীর বিলাপ স্বর
খুঁজে কারে সকাতর,
হারায়ে দিশা।

কোথা রাসবিলাসিনী ;
কই সে রিনিকিঝিনি ;
আয় আয়, লো রঙ্গিণী,
ফুরায় নিশা।

সোণার মেঘের রাশি
নেমে এল হাসি হাসি,
শুনিয়া মোহন বাঁশী
অবাকে চাহি !

এল ছুটে বন ছাড়ি
মুগ্ধ হরিণের সারি ;
অকস্মাৎ শুক সারী
উঠিল গাহি।

কই উড়ে এলোচুল,
কই ঝরে বনফুল ?
হায় রে গোপিনীকুল
এতও পারে !

শোন্ শোন্, গোপবালা,
নিঠুর ছিল না কালা,
শিখাইলি দিতে জ্বালা
জ্বালায়ে তারে।

মিছে কুল, মিছে ঘর,
মিছে লাজ, মিছে ডর ;
শ্যাম যদি হয় পর
বাঁচিবি কি রে ?

শোধিতে বাঁশীর ধার
কি আছে অদেয় কার ?
বঁধু কেঁদে গেলে আর
পাবি না ফিরে !

দখিণা হাওয়া

জানালার কাছে এসে ডাক-ঝুঁকি মারা,
মানিনী ভামিনী যেথা ফুলি' ফুলি' সারা
পলকে ঘোম্‌টা খুলে চমকে চাওয়া :—
দেখেছি, দেখেছি, ওরে দখিণা হাওয়া !

রাগিয়ে অমনি তারে হাসান' আদরে,
চুপি চুপি চুম খেয়ে গোলাপী অধরে
পা টিপে চোরের মত পালিয়ে যাওয়া ;
দেখেছি, দেখেছি, ওরে দখিণা হাওয়া !

কবিপ্রিয়া

সাজায়ে তরুণকান্ত তনু ফুলসাজে
এস গো কবির বাঞ্ছা. কল্প-কুঞ্জ মাঝে ;
যথায় কল্পনা-সখী নিভৃত মালঞ্চে
তন্দ্রামগ্ন, ভাবের সুতন্ত্রারাজী বঞ্চে
বিশ্রামাশে ; ভাবে কবি লেখ্য মস্যাধার
নাহি ছুঁ'ব কিছুদিন, ছন্দোবন্ধ আর
ভাষা মিল খুঁজে খুঁজে.হ'ব না উতল ;
এ সকল ছেলেখেলা দিব রসাতল।
—সহসা বিজলী সমা সুতীব্র জ্বালায়
দমকি চমকি ইন্দ্রজালের প্রভায়
বরষিও মুহুর্মুহুঃ রূপছটা তব,
মন্ত্রমুগ্ধ করি' ক'র নাট নব নব !
দুলিয়ে চিক্কণ বেণী কৃষ্ণাঙ্গী নাগিনী
ছেড়ে দিও ঝঙ্কারিয়া উদ্ভট রাগিণী
দংশিবারে ঘন ঘন. তার সঙ্গে মৃদু-হাস্য
হানিবে কুসুমশর ; ও অনিন্দ্য আস্য

আনিবে তাড়িতকম্প, ত্রস্তে থরহরি
জাগিয়া উঠিবে মৃত কল্পনা শিহরি।
রমণি, আনিও সাথে উচ্ছৃঙ্খলারাশি
চপল নয়নে বাঁধি', হানিও উল্লাসি
অব্যর্থ কটাক্ষ সেই মানস-উদ্দেশে!
বিজেতৃর মত শেষে টিপি টিপি হেসে
দেখিও কি পরাক্রম ও ভুজ মৃণালে;
হবে কবি পরাভূত দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
ঈষৎ বাঁকায়ে গ্রীবা গম্ভীর নীরবে
দাঁড়াইও জয়-ক্ষেত্রে গৌরবে গরবে।

আর যদি লাজময়ি, নিরভিমানিনি,
সুকোমল প্রেমরাজ্য নিতে হবে জিনি
শুনি', উঠ শিহরিয়া, যদি নীল পাতে
দোলে মুক্তাফল দুটি ভরি' করুণাতে,
যদি সদ্য মুকুলিত অন্তরকাকৃতি
কহে' যায় কাণে কাণে আবেগে উক্তি'
অনুরাগভরা দুটি মরণের ভাষা,
আঁখি-নভে ভাসে যদি উদাস-কুয়াশা;

একান্ত নির্ভরে চাহি কবিমুখপানে
যদি পল্লবিত বক্ষ কাঁপি অভিমানে
খোলে হুহু স্বরে বাঁধা প্রচ্ছন্ন নিশ্বাস,
বহু বরষের সুখ সুস্বপ্ন বিশ্বাস,
যদি বিকম্পিত বক্ষ একান্ত আশ্বাসে
খোলে বহু বর্ষ-স্মৃতি একটি নিশ্বাসে !
  তবে শুধু একবার কালো কালো চোকে
কপোলে অঞ্চলে কোলে অলকে নোলকে
মিশাইয়া দিও ঢেলে ছন্দ সে কাঁদুনি,
কান্তপদাবলীবদ্ধ সলজ্জ চাহুনি।
স্পর্শমণি-আলিঙ্গনে হর্ষ-মুকুলিতা
হবে পুষ্প কিশলয়ে কনক-কবিতা ;
গুরু গুরু নিস্বনিত সুবর্ণের ঢেউ
লাগিবে এ তটে আসি জানিবে না কেউ ;
ফলিবে আশার স্বপ্ন প্রবাল-মুকুলে
হিরণ-বাসনা-শাখে মুক্তা-ফল-ফুলে
কিঙ্কিণীর রিণি রিণি, বলয়নিক্কণ,
নূপুরের মৃদু মৃদু সোহাগ-গুঞ্জন,
ঘন বরিষার নভে অণুভাকম্পন,
শরতে মেঘাড়ম্বরে ইন্দ্রশরাসন,

মধুপূর্ণিমার নিশি সৌন্দর্য্যসাগরা,
গাবে কমকণ্ঠে রম্ভা উর্ব্বশী অপ্সরা ;
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ'রে যাবে রসভঙ্গিমায়
হাসিবে ধরণীখানি ফুল্ল সুষমায় !
কবির সম্মুখে আসি তখন নির্ম্মলা,
দাঁড়ায়ো সপ্রশ্ন-নেত্রে সরমবিহ্বলা।
তাই বলে, স্মিতাননা, বিচিত্রাভরণা,
মরালগমনা, স্ফুটচম্পকবরণা,
অমন মলিনমুখে রহস্যবিধুরা,
বিনম্র হতাশে আহা সঙ্কোচমধুরা,
ক্ষুদ্র ভিক্ষার্থীর প্রায় উঠ না তরাসি',
ষোড়শোপচারে কবি পূজিবারে আসি'
সাধে যদি কৃপা লাগি'। ত্বদীয় ভক্তের
এ নহে সাধন শুধু মাংসের রক্তের !
ও পরশ-রসে ওই চুম্বন-আনন্দে
কহিরি তরাস,— পাছে টুটে বন্ধে বন্ধে
হিয়াখানি ! তোমার কি ভয় ? দিও বর,
বরাভয়দাত্রি, মুগ্ধ কবিরে। তৎপর,
যে হৃদয় অনুগত একান্ত তোমার,
করিও নিঃশঙ্কে আজ্ঞা, সহস্র আব্দার।

যাক্ সব, এস তুমি যা খুসি যে রূপে
যাবৎ বাসরদীপ নাহি নিবে চুপে ;
বিবাহ-উৎসব-অন্তে নির্জ্জন আলয়
নাহি হয় শোকমগ্ন নিশীথসময় ;
গৃহস্থের ঘরে ঘবে ক্ষুণ্ণ বিজয়ায়
পিত্রালয় ত্যজি' বধূ নাহি কেঁদে যায় ;
ফুলশয্যা নাহি ডোবে অশুভ ঘটনে !
অভিশাপ নাহি উঠে প্রণয় মিলনে !
হৃদয়-জগত মাঝে এ হেন প্রথায়
অশুভ বিপ্লব-বহ্নি না জ্বলিতে হায়,
ছায়াস্নিগ্ধ হৃদয়ের পুষ্পময় পথে
এস তূর্ণ অভিসারে স্বর্ণ মনোরথে।

ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দ্বারে, বিজন পল্লীতে,
পাঠায়েছে কন্যাটিরে একা ভরা-শীতে
তণ্ডুল আনিতে দূরে, আঁধার নিশিতে,
প্রতি-অর্দ্ধপলে উঠিতেছে লুব্ধ কাণে
চমকিয়া নিঃস্ব পিতা নিরাশ্বাস প্রাণে !
ঘরে দীপ নিব'-নিব' বিনা তৈল দানে,
পরিচিত পদশব্দ শুনিল কাহার,
চমকিয়া ত্রস্তে বৃদ্ধ খুলিল দুয়ার।

তেমতি চকিতে আসি বালিকার মত
কবিরে করিয়া যাও পুলক-জাগ্রত।
কিম্বা ব্যগ্র গৃহযাত্রী প্রবাসী পথিক
দূরে স্বীয় পল্লী সনে হেরিছে অলীক
প্রিয়ামুখ, কল্পনায়! অতি উচাটন,
আশায় নিরাশে হাসে, কাঁদে বা কখন;
সহসা দেখিল কার উড়িছে বসন,
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রপথে; আসিছে রমণী
এক আবরি বদন। -চকিতে যেমনি
খুলিল গুণ্ঠন, সন্ধ্যালোকে দেখি কারে
আঁখি কচালিয়া পান্থ সতৃষ্ণে নেহারে।
--তেমতি অচিন্ত্যে আসি প্রেয়সীর মত
কবিরে করিয়া যাও বিস্মিত বিব্রত।
তব অঙ্গে অঙ্গে ফুটি উচ্চ হুলুধ্বনি
শুভ শঙ্খ, জাগাইবে পড়সী তখনি;—
কি হল? কি হল? তারা করিবে জিজ্ঞাসা;
তখন কবিরে দিও বুঝাবার ভাষা।
তুমি রমণীয় পুণ্য, তুমি সদা ধন্য,
স্তনে স্তনে বিগলিত যত সুধা, স্তন্য
তোমারি স্নেহ; অন্নদার মত পেয়, অন্ন

বিতরিছ,—বিদ্যামৃত মূর্খে, বীণাপাণি,
দরিদ্রে সম্পদ, অয়ি লক্ষ্মি, ভাগ্যরাণি।
ওগো নারি, দিবানিশি গৃহকর্ম্ম করে
নাহি জান শ্রমলেশ, শুধু অকাতরে
ঢেলে দিতে পার সারা প্রাণটি অমনি
বিশ্বের কল্যাণতরে জগতজননী ;
নানাবিধ তাচ্ছল্য লাঞ্ছনা বিনিময়ে
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে তুমি, হে সদয়ে,
দিতে জান ক্ষমাভরে নীরবে কাঁদিয়ে
শান্তি প্রীতি স্নেহ দয়া সবারে বাঁটিয়ে !
মিষ্ট-সরলতা সহ তীক্ষ্ণ-জ্ঞানজ্যোতি,
কোমলতা সহ মিশি হৃদয়শকতি
সুমধুর সমন্বয় ত্রিবেণীসঙ্গমে,
তীর্থফল বিতরিছে উদার নিয়মে !
ও হৃদয়-নহবতে সানাই তরুণ
কি রাগিণী, হে সুন্দরি, আলাপে করুণ ?
অজানা হৃদয় পাশে অমন করিয়া
দিও না কিন্তু গো সারা প্রাণটি ঢালিয়া !
শুনি', তুমি চেয়ে মৃদু হাসিয়া রহিবে,
নীরবে নিঃস্বার্থ ব্রত গোপনে বহিবে !

আগে কি কখনো ছিলে অমরাবতীতে ?
কোন ক্রুদ্ধ নিরমম ঋষি আচম্বিতে
দিয়াছিল অভিশাপ ?—তাই এ ধরায়
আসিয়াছ ? কিন্তু তব কুমারী-শিরায়
সেই দেবীভাব ভরা ; পূর্ণ অধিকার
আছে বুঝি সেই গেহে আজিও তোমার !
তাই মাঝে মাঝে বুঝি গৃহকার্য্য-শেষে
চঞ্চল পাখায় শূন্যে উড়ে যাও হেসে।
কবি চেয়ে দেখে তোমা সুবর্ণ সন্ধ্যায়,
উৎগ্রীব উৎকণ্ঠাভরে ডাকে উভরায়,—
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, হে কবিপ্রেয়সি,
মনোমত করি যথা দিবানিশি বসি
আপনার হাতে রচেছ কুটীরখানি,
রোপেছ সুগন্ধি পুষ্প, লতাগুল্ম আনি
কলস্বনে গায় যথা নীলাঙ্গ নির্ঝর ;
আছে গিরি দরী হ্রদ তড়াগ বিস্তর !
সেথায় কি লভে সবে জনম নূতন,
বিস্মৃতির মাঝে লভে মধুর মরণ ?
সেথা কি শুধুই তৃপ্তি সুপ্তির মাঝারে ;
দারুণ নিঠুর জরা পীড়িবারে নারে ;

শুকায় না প্রস্ফুটিত যৌবন ললাম ;
নাহি টুটে ঝলসিত রূপের সুঠাম ;
নিত্য নব নব তৃষ্ণা যাদুমুগ্ধ করি
চিরঞ্জীবী প্রেম-রাজ্য নাহি লয় হরি !
সেইখানে, সেই তব সৌম্য নীলিমায়
কবিরে মিশায়ে রাখ ! শ্রান্ত সে ; তথায়
তালবৃন্ত হস্তে লয়ে বসিয়া শিয়রে,
প্রেমময়ি, ঘন ঘন সঞ্চালন করে'
হিম কর তপ্ত বপু ; বক্ষের নিয়রে
মাথাটি রাখিয়া স্নেহে, একান্ত নির্ভরে
লইবারে দাও তারে একটি নিঃশ্বাস,
সুখের আরামমগ্ন মুগধ বিলাস !
কহিবে দোঁহারে স্তব্ধ বালুকার সারি,
সুস্থির দয়ার্দ্র সিন্ধু ইঙ্গিতে উচ্চারি,
পূর্ণচন্দ্রতারাময়ী যামিনীসুন্দরী,
ভীরু অনিলেরা কর্ণে মধুরে গুঞ্জরি,
"এই ত নির্জ্জন, তোমা দোঁহা ছাড়া আর
এজগতে কেহ নাই দেখার শুনার !"
জাগিবে যখন কবি আমোদিত গন্ধে,
রাসলীলা, প্রেমখেলা বিবিধ প্রবন্ধে,

ঘরে ঘরে ভরে' গেছে সাহানা, হিন্দোলে ;
বংশী বাজায় সে কেলিকদম্বের তলে
কে যেন রসিক ; সহস্র আহীরবধূ
শূন্য-কুম্ভ লয়ে' লোল-কর্ণে পি'তে মধু
ধায় উভরড়ে ; কাঁপিছে প্রেমের জয়
সন্ন্যাসীর রুক্ষ মুখে : গন্ধ-পুষ্পময়
কুঞ্জমাঝে গুঞ্জরিয়া মিষ্ট স্তবমধু
ফুটায় বান্ধুলী ভৃঙ্গ সনে ভৃঙ্গবধূ ;
বকুলপল্লবে ঢাকা পিক, পিকেশ্বরী
আধঘুমে ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কুহরি ;
অপ্সরোদুর্লভ কণ্ঠে উঠিছে সোহিনী,
সপ্তস্বর্গে সপ্তস্বরে গান্ধর্ব্বরাগিণী ;
শুনিয়া কবির বাঁশী কাব্যরসে ভাসি
লভিছে অপূর্ব্ব কাম্য নিষ্ফল প্রয়াসী !
—কে যেন বিদ্যুৎবেগে ত্রিদিব-বারতা
ফেলে গেছে এরি মাঝে মাখি সরসতা !
অমনি চমকি কবি লেখনী ধরিয়া
কি জানি কি ছাই-ভস্ম ফেলিল লিখিয়া ;
জানিল না, বুঝিল না রোমাঞ্চ-আবেগে,
পংক্তি-পরে পংক্তিগুলি চলিল সে এঁকে ;

সে শুধু তোমারি রূপ অক্ষরে অক্ষরে,
জ্বল্‌জ্বল্ ঝল্‌মল্ স্ফুরিত সুন্দরে ;
ছন্দোবন্ধ, অনুপ্রাস, অলঙ্কার-ছলে
তোমারি মহিমাগীত সুধা কলকলে
গেয়েছে অশ্রান্ত !—শেষে ক্ষণেক ভুলিয়া
শুনিল আপন যশ ঘুরিছে কাঁপিয়া
কত রঙ্গ ভঙ্গে কৌতূহলী গেহে গেহে,
তোমার কণিকালব্ধ অনুকম্পা স্নেহে।
কুন্দদন্তে ওষ্ঠ চাপি অপাঙ্গেতে হাসি
বিদায় মাগিলে তুমি ত্রস্তে, "তবে আসি ?"-
অবাক্, স্তম্ভিত কবি ; ভাবি ম্রিয়মাণ,
কিসের সে অপরাধ যাহে অভিমান
উথলিল তব ! তবু মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়
দিল না তোমারে বাধা ; কেবল লজ্জায়
ত্রাসে, হ'ল অগ্রসর কি বলিতে জানি ;—
স্বেদ-টল্‌টল্ রাগরক্তগণ্ডখানি
অমনই লোল করি কাণে কাণে তার
কি কহিয়া গেলে, স্পর্শ হ'ল না কায়ার !—
সেই স্বর, সেই কম্প পিছে অনুক্ষণ
কাঁদিয়া ফিরিছে ছন্ন কবির চুম্বন !

কষ্ট-স্মৃতি

চল্ চল্ ছল্ ছল্,
কার চোকে আসে জল ;
যমুনার কল্ কল্
কিসের তরে ?

কে কোন্ নিদাঘ সনে
রেখে গেছে আনমনে,
কাতর কাকলি বনে
থরে বিথরে !

কে তুলিত যুঁই, বেলা
এলোচুলে সন্ধ্যাবেলা ;
কে দেখেছে ছেলেখেলা,
নয়ন-নীরে !

আনিয়া বালির স্তর
বেঁধেছিল খেলা-ঘর,
তর তর্ সর্ সর্
তটিনী-তীরে।

আমি ভাবি ব'সে ব'সে,
গেল সবি কোন্ দোষে?
রাঙ্গা রবি পড়ে খ'সে
মুচ্‌কি হাসি।

সেই ডালা, সেই ফুল,
তারি বালা, তারি দুল;
নদীকূলে কুল্ কুল্,
কহিল আসি।

কতদিন কি স্বপনে,
একেলা বকুলবনে
তরুণ-আকুল মনে
এসেছিল, ঐ

এমনি করুণ স্বরে
কি জানি গো কহিত রে !
আজ শুধু মনে পড়ে,
কে সে, গেল কৈ ?

চল্ চল্ ছল্ ছল্,
কেন চোকে আসে জল ;
যমুনার কল্ কল্
কাহার তরে ?

দারুণ নিদাঘ সনে
রেখে গেল কে গোপনে,
বিলাপ প্রলাপ বনে
থরে বিথরে !

সে কি আমারি?

মোদেরি সংসারে থাকি ধরে অন্যরূপ
তার ভালবাসা;
আমার মানব-কর্ণে জপে অহর্নিশ
সে আরেক ভাষা!

কোথাকার সেই ধ্বনি উন্মাদে পরাণ,
কিছু নাহি বুঝি;
আকুল ব্যাকুল হয়ে আকাশে বাতাসে
অর্থ তার খুঁজি।

বৃথা চেষ্টা!—তলহারা সাগরের মত
তাহার হৃদয়;
অসহ্য আলোকভরা আকাশের মত
তাহার প্রণয়।

সে সিন্ধুর পারে গিয়ে সভয়ে তৃষার্ত্ত
হেরি ঊর্ম্মিমালা ;
সে নভের শতরশ্মি ঝলসায় আঁখি,
এ কি রূপ-জ্বালা !

সাধিনু কাতরে তারে—আর ত এ সুর-লীলা
সহিতে না পারি !
অমনি মিলাল দেবী ; অশ্রুকলঙ্কিতা
দেখা দিল নারী !

বিচিত্র স্বভাব তবু হ'ল না সে বিস্মরণ
থাকিয়া বন্ধনে ;
হিয়া তার কথা কয় দূরে অতি দূরে,
নীলিমার সনে !

বিশ্বপরিবার যার আপনার জন,
সে কি রে আমারি ?
কখনো কখনো তারে নারিনু বুঝিতে,—
দেবী, না সে নারী !

কবির কাহিনী

এস এস, অন্তরের ধন !
যাক্ শঙ্কা, যাক্ লাজ,
কিছু চাহিব না আজ,
সাঙ্গ হয়ে গেছে যত ভজন সাধন
তোমারি কৃপায় ;
কি ছিলাম, কি হ'লাম, তাই শুধু জানাব তোমায়

শোন শোন কবির কাহিনী,
যেদিন আসিলে তুমি,
এ হৃদয় মরুভূমি
শোভিল অযুতকুঞ্জে, প্রেমের রাগিণী
উথলিল প্রাণে ;
অসীমের গূঢ় তত্ত্ব হেরিলাম খাচ্ছে বিমানে .

সে কি স্বপ্ন? না, না, স্বপ্ন নয়;
স্বপ্ন হ'তে চমৎকার,
সত্য হ'তে নির্ব্বিকার,
নারীবেশে নিরুপমা রমার উদয়।
সভয়ে বিস্ময়ে
আশাতীত ভাগ্যখানি বড় যত্নে ধরিনু হৃদয়ে।

যৌবনের এই ইতিহাস,
অয়ি হৃদয়ের রাণী,
তুমি জান, আমি জানি;
অকস্মাৎ গীতে ছন্দে হ'লে তা প্রকাশ
জাগ্রত ধরায়,
আকাশকুসুম ব'লে হেসে সবে দ'লে চলে যায়।

মাঝে মাঝে তবু খুলি প্রাণ;
তুমি করিও না রোষ,
সে মোর স্বভাব-দোষ,
ভুলিতে পারি না আমি মহাভাগ্যবান
দুঃখের জগতে;
প্রচণ্ড উল্লাস তাই ছুটে যায় মত্ত মনোরথে।

মানসী

চিরদিন আছ সাথে ছায়াটির মত,
অয়ি স্নেহময়ি ! বাল্যে মুগ্ধক্রীড়া কত !
রূপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি
লয়ে কৈশোরে যখন ; সর্ব্বকর্ম্ম ভুলি
তুমিও আসিতে নিত্য উৎসুক-অন্তর,
শুনিতে সকল কথা ;—ভাবিতাম পর !
তাই ব্যথা দিয়েছি তোমারে ; অকাতরে
করিয়াছি অনাদর। কবে তারপরে,
ধরিলে ষোড়শী মূর্ত্তি ; সিঞ্চিলে অমিয়া
জীবনের মরুমাঝে ! সদ্য তৃষ্ণা দিয়া
চাহিনু বাঁধিতে !—লজ্জার বসন টানি
চলি গেলে ; তদবধি রক্তগণ্ডখানি
অসীম রহস্য সম ফিরে স'রে স'রে,
তবু ওই দুটি নেত্রে স্নেহ-অশ্রু ঝরে !

নির্নিমেষ

শাসন না মানে আঁখি, হেরে পূর্ণ তোষে
শ্রী-অঙ্গে লাবণ্যলীলা; তৃষা, সুখে শোষে
সুস্নিগ্ধ সুরভি সুধা, আসিছে যা নামি
তব দেহ-স্বর্গ হ'তে। অতৃপ্ত যে আমি
চিরদিন! আজি প্রাণে দিলে সঞ্চারিয়া,
উৎসারিয়া প্রবাহিয়া বুঞ্জিয়া ভরিয়া
জন্মজন্মান্তর সাধ!—দাও তৃপ্তি তার;
হৃদয়ের কোথা যেন প্রদীপ্ত চিতার
উঠে দাহ, সিঞ্চ তাহে শুভ্র বারিরাশি।—
মনে হয় পলে পলে উঠিছে বিকাশি
ও লাবণ্যে, নিরূপমা সৃষ্টির গরিমা!
আজি দৈব প্রসাদের উজ্জ্বল মহিমা
করে অভিভূত চিত্ত; রূপে ভরি জাগে
লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত রাজ্য নয়নের আগে!

উৎকর্ণ

পান কর সুখে, তার কণ্ঠে উৎস উঠে !
থরে থরে, রস-গন্ধে শতদল ফুটে
তার স্বরসুধামাঝে ! সবটুকু তার—
প্রতি ভঙ্গী, প্রতি কম্প, প্রত্যেক ঝঙ্কার,
ভরি লহ—দুর্লভ সম্পদ ! যাবে দূরে
শ্রবণের তৃষা ! অন্তরের অন্তঃপুরে
গাঁথা র'বে সুকুমার মাল্য একখানি
স্বভাবসুবাসভরা ! তার মৃদুবাণী
একটি বিপুলচ্ছন্দ, একটি কবিতা !
তোমার মানসলোকে ভারতী নিদ্রিতা,
আজি সুখস্বপ্নাবেশে, সেই কণ্ঠস্বরে
মেলিবেন আঁখি-পদ্ম ; খেলিবে অধরে
প্রীতিহাস্যলীলা, তাঁর !—অজ্ঞাতে কোথায়
বিকাশিবে গীতি-কলা অযুতচ্ছটায় !

বিরোধ

স্বভাব মাগিছে প্রেম তবু রচি ছল,
বাহিরে করিতে হবে অন্য অভিনয় ;
ল'য়ে নিত্য ছদ্মবেশ কৌশল-সম্বল,
তর্কেতে বুঝিয়া, চিত্ত প্রবোধিতে হয় !
হৃদয় পুড়িয়া যাক্, দেখিবে না কেহ ;
সমাজ সংসারে আছে নিন্দা শঙ্কা লাজ !—
অন্তর নিগ্রহি তাই দেহে মিলে দেহ,
বন্ধন রাখিবে শুধু বাহিরের সাজ !
হৃদিহীন দর্শ পাপ ; স্পর্শ ? সে ত আঁকে
লুকাইয়া অঙ্গে অঙ্গে কলঙ্কের দাগ ;
গড়া-স্তব, মিছে-হাসি কতক্ষণ থাকে ?
শাসন রাখিতে নারে শিক্ষারে সজাগ !
স্বভাব সৃজন তাঁর, কার সাধ্য রোধে ?
তৃষ্ণা অভিশাপ দেয় পড়ি অবরোধে

কুহু

আদিকালে কবে তুই উঠিলি প্রথম,
রে মর্ম্মবিদার কুহু, কি মানে বিষম,
কি মধু-বিধুর খেদে, ওরে অনাদৃত,
কোন্ প্রত্যাখ্যান-স্বপ্নে ? ঘন শ্যামাবৃত
নিকুঞ্জনিভৃতে,কার কণ্ঠে র'লি জাগি ?
-সেদিন কি চন্দ্রাপীড় মেলেছিল আঁখি
এই স্বরে ? ফুটেছিল কবি-কল্পনায়
মেঘদূত, সেদিন কি শিপ্রাতীরে ?--হায়,
আকণ্ঠ নিমজ্জি নীরে, ছড়ায়ে কুন্তল,
কুম্ভ ভাসাইয়ে বধূ, স্তব্ধ ছলছল,
উৎকর্ণে শুনিছে ও কি !. অবেলায় নেয়ে,
ঘরে ফিরে যাবে বুঝি ওই মুগ্ধ মেয়ে
আর্দ্রবাসে, আর্দ্রকেশে, শুনে তোরে, কুহু,
ফিরে ফিরে পথে থেমে ; শ্বাসি মুহুর্মুহুঃ !

ফল্গু

অয়ি লজ্জাবতী ফল্গু, অয়ি নদীবধূ,
মৌন কলস্রোত তোর, ও প্রচ্ছন্ন মধু
কি অভিসম্পাতে পলাতক চিরদিনি ?
দরশ-পরশাতীত রহিলি উদাসিনী,
নদের অসাধ্য হয়ে ! দিবি না কি ধরা
কভু গম্ভীর বালিকা ? তোর বক্ষভরা
অন্তরকাকলী বুঝিতে পা'বে না কেহ ?
ওই পুণ্য গেহে কত না অব্যক্ত স্নেহ
রাখিয়াছ আহরিয়া ! শুধু একদিন,
ভেঙ্গে ফেল আপনারে, নগন, অদীন,
বিশ্বমাঝে ! বুঝি কোন অনুরাগী হিয়া,
দুর্ব্বোধ নিখিলে, নিলি সখী সম্ভাষিয়া !
তাই তোর আধ আধ সনীর স্বপন,
আনে কাছে কার দুটি সুনীল নয়ন !

সে প্রেম

নূপুর, তোর সে প্রেম না জানি কেমন !
যবে তোর প্রেয়সীর চম্পকচরণ
চকিত পরশ করে, সে শুভ পলকে
কি না জানি ক্ষিপ্রগতি অসহ্য পুলকে
নাচে সর্ব্ব তন্ত্রী তোর অলোক স্পন্দনে,
দুর্লভসৌভাগ্যগর্ব্বী ঝনন রণনে,
আকণ্ঠ আবেগে ! তাই, নাই লোকলাজ,
নিয়ম-শাসন-দৃপ্ত সংসার সমাজ !
পড়ে থাকে এই সব বহিরঙ্গ মেলা
বহু বহুদূরে, তোরে রাখিয়ে একেলা
পদান্তে আনন্দ-অন্ধ !---মন্ত্রমুগ্ধ হিয়া,
উদ্ভ্রান্ত দুর্দ্দান্ত লোভে বিশ্ব বিস্মরিয়া
সুপরশে মুহুর্মুহুঃ শিহরি শিহরি
সোহাগ গুঞ্জন করে, বিমরি বিমরি !

প্রেমহীন

এ কি মুক্তি ? নিস্তরঙ্গ সমুদ্র সমান
নিশ্চল নিষ্কম্প প্রাণ ;—প্রেম অবসান !
এর চেয়ে ছিল ভাল সে লেলিহা লোভ,
তীব্রমিলনাকুলতা, সংশয়ের ক্ষোভ,
নিত্য নব বাসনার পতন, উত্থান !
—কে জানিত মৃত্যু সত্য মানিবে আহ্বান !
প্রকৃতিরে উদ্বোধিছে আজি যত কবি ;
পঞ্জর-পিঞ্জরবদ্ধ আমি স্তব্ধ ছবি !
কোথা গেল মোর শশী, উদার গগন,
সুধাছন্দা তটিনীর বিলোল নর্ত্তন ?
এত ক'রে তবু আমি পারি না গাহিতে,
ক্রন্দনবিহীন প্রাণ নারি উন্মোচিতে।
প্রেম দিয়াছিল যারে মৃত-সঞ্জীবনী,
দেবতা কাড়িয়া নিল তার স্পর্শমণি !

দৈবলব্ধ

ফিরে পাইয়াছি আজ মূর্চ্ছাহত প্রাণ,
খুলিয়াছে লক্ষকোটি তৃষাতপ্ত কাণ,
শুনিতেছি নিখিলের সঙ্গীত মধুর :
তার মাঝে ধ্বনি মোর শ্রান্ত, নিদ্রাতুর,
বাজুক্ করুণ কণ্ঠে। কে সে, বারমাস
আমারে রাখিয়াছিল দিয়ে বনবাস
সকল সৌভাগ্য-প্রান্তে ? না জানি কেমনে
কত আগে ফুটেছিল ধরণী যৌবনে !
অয়ি বালা মাধবিকা, নাচ্ তবে আজ,
সহকারে ভর দিয়া, আভরণে সাজ্ ;
ভালবাসি, ভালবাস, আরো হাস', হাস',
সুন্দরী যূথিকাসখি, লাবণ্য বিকাশ' !
কে জানি নিদ্রিত ছিল, হৃদয়ের বাণী ?
জাগিয়া কহিল, —মোরে বক্ষে লহ টানি !

গান

শুধু আপনার তরে নহে গীতি-গান,
সুরসাল ছন্দোবন্ধ। বিপুল বসুধা
আছে, অগণ্য মানব; মিটে নাই ক্ষুধা
কত দুঃস্থ হৃদয়ের! তারে কর দান
চিরপুঞ্জীকৃত সুধা; সস্নেহ সঞ্চয়,—
মরম-মন্থন-করা, সঘন-ঝঙ্কৃত,
একই সান্ত্বনাভরা; দিব্য অলঙ্কৃত;
—সুস্থ করিবারে পারে অশান্ত হৃদয়!
গান শুনে যদি সর্ব্ব গ্লানি ঘুচে যায়,
রাহুমুক্ত পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র প্রায়
মধুরিমা-বিকশিত, গর্ব্বিত, সুন্দর,
জেগে উঠে যদি কোন করুণ অন্তর!—
একটি তৃষিত শ্রোতা যদি দেয় কাণ,
জুড়াইয়া যাবে তৃপ্ত সঙ্গীতের প্রাণ।

আরো

আরো ভালবাসি তোমা, হে মম হৃদয়,
যবে তব প্রাণপণ নীরব সঞ্চয়
পড়ে' যায় চোকে। স্নেহ-পক্ষপাত সনে
কত কি সোহাগ ফুটে নিভৃত যতনে!
আরো ভালবাসি, যবে আনন্দকম্পিত,
আপনারে গর্ব্বভরে কর বিমন্থিত,—
সুন্দর সুকৃতি সম ঝলকে ঝলকে
মধুর অমৃত উঠে বিপুল পুলকে!
আরো ভালবাসি, যবে নাহি পার কিছু,
কেবলি ঘুরিয়ে এস দুঃস্বপ্নের পিছু;
সান্ত্বনাবিহীন, আর্দ্র, করুণ, কাতর,
গভীরবিষাদস্ফীত বিধুর অন্তর!
আরো ভালবাসি, যবে পড় অতি ধীরে
ঘুমাইয়া নিমেষের শান্তিস্নিগ্ধ নীড়ে!

বিদ্রোহ

এবার ডেকো না মোরে, কুমতিরূপসি,
অয়ি মায়াবিমণ্ডিতা থাক মানে বসি
বিষম ছলনাভরে ; আমি এর মাঝে,
শুনে আসি মেঘমন্দ্রে কোথা নিত্য বাজে
মহান্ আহ্বানগীত ! খুঁজি ল'ব পথ :
নবীন সাধনাপানে ছুটাইব রথ !
রাখিয়াছ জড়াইয়া-মৃদু-অন্ধ-প্রেমে,
ঝঙ্কারিত কণ্টকিত মণি-মুক্তা-হেমে
শুধু জর্জ্জরিত করি। সোহাগ-কৌতুকে,
হের, রক্ত ঝলকিছে এ অলস বুকে।
ধূসর ধরণীক্রোড়ে ছেড়ে দাও মোরে,
উদার গগনতলে চিরমুক্ত ক'রে !
যবে মিষ্ট স্তব কাণে করিব গুঞ্জন,
করিও না, অনাদৃতা, এ মান ভঞ্জন।

দুর্গোৎসব

সজ্জিত ধনীর গৃহ; আজি চারিভিতে
আলোক পুলক ঘোষে; মুগ্ধ নৃত্য গীতে
নর্ত্তকী জিনিছে সভা! সেই পল্লি-কোণে
বিপ্র এক পূজে মায়ে; কি ভাবিয়া মনে
না মিশে উৎসবে; নাহি লয় দান-পণ;
নাহি করে ঘটা; লয়ে দীন নিবেদন
রুদ্ধ করি দেবালয়, চাহি তাঁর পানে
আঁধারে কি করে ভক্ত, কেহ নাহি জানে!
বহির্ম্মহোৎসবদৃপ্ত দীপালোক হ'তে
সে রাখে আবরি গৃহ; যত্নে বিধিমতে
পূজারে প্রচ্ছন্ন রাখে! এ তার সংস্কার,
যেথা অট্টকোলাহল, ষোড়শোপচার;
দেবী নাহি তথা; বর্ষে বর্ষে, তাই ত্রাসে,
বিপ্র মৌনে আনে অর্ঘ্য রাঙ্গা পদপাশে।

দৈন্য

হে বিদ্রোহি, যৌবন-উৎসাহি, কোথা ধাও ?
দাঁড়াও ক্ষণেক ; লঙ্ঘিয়া যেও না ওই
বিকল স্থবিরে ! কঙ্কালসমষ্টি হেরি
উঠ না চমকি যেন ; ভেবো না, ছিল না
ওর কোনকালে, কোন প্রয়োজন বিশ্বে !
বুঝি চিরদিন এমনে কাটে নি তার !
হয় ত আছিল ধন, দুর্লভ স্বরূপ,
অগণ্য স্তাবক। কর্ম্মবীর এককালে !
আজ বালকের কৃপাপ্রার্থী, স্বজনের
ভার, প্রিয় তনয়ার নীরব-রোদন !
প্রাণ নিবে গেছে ; অষ্ট প্রহর জাগিয়া
গতিহীন দৈন্য আছে আর্ত্তনেত্রে চাহি !
যে নিয়তি আবর্ত্তনে এ দশা উহার,
সে রাজাজ্ঞা সমদর্শী, নিতান্ত অটল।

সন্ধি

আজ ভুলে যাও বৈর, বিরাগ, সঙ্কোচ;
বক্ষে তুলি লও ওরে রমণী বলিয়া!
ভুলে যাও ইতিহাস ব্যর্থ জীবনের!
পতিতা! পাপিষ্ঠা! - এই রুক্ষ ঘৃণা যেন
আর আনিও না মুখে; যবনিকা খুলি
দে'খ না অন্তরদৈন্য! চিরদিন, আহা,
হয় ত ও এমন ছিল না; সকলের
মাঝে সেও ছিল কেহ; হয় ত অতুল
কত শুভ্র আশা ওরো বক্ষে পোষা ছিল!
কবে মূঢ় মেয়ে করিল বিষম ভুল;—
এত দৈন্য, লজ্জা, ত্রাস, অন্তররোদনে
ভগ্ন প্রাণটুকু যদি স্থলগ্নে নিবিল,
আজি ওরে ডেকে এনে সকলের মাঝে,
মার্জ্জনা মাগিয়া লই গত অবজ্ঞার।

সংশয়

আজো যে করে নি তোমা আত্মসমর্পণ,
ওহে মৃত্যু, তারে শুধু দিও কুদর্শন।
জানি, অন্তর্য্যামী, তোমা অভিশপ্ত হিয়া
শতবার সঁপিতেছি, শীতল মানিয়া ;
—পারি নি সঁপিতে তবু ! নিখিল-ক্রন্দন
পরাইয়া নিত্য নব মায়ার বন্ধন
ল'য়ে যায় বন্দী করি ! তাই সদা ভয়,
কাঁপিছে আবেগক্ষুব্ধ অভক্ত সংশয় !—
সুলগ্নে, সায়াহ্ন সম দাঁড়াইবে যবে
আমার জীবনতটে, প্রশান্ত নীরবে,
লভিব কি চিরশান্তি ! হবে কি নিঃশেষ
গতমর্ত্ত্যক্লান্তিদগ্ধ দুঃস্বপ্নের লেশ !
কিম্বা অশরীরী-বেশে, নিষ্ফল সন্ধানে
সন্তরিব অন্তহারা অতৃপ্তির পানে !

পাড়া গাঁয়

পূর্ব্বদিক্ আলো করি উঠিছে রাঙ্গিয়া,
শিশুরবি, কাঁচা সোণা শ্রী-অঙ্গে মাখিয়া ;
তিমির লাজেতে ম'রে,
ছুটিয়া পালাল বড়ে ;
রাঙ্গা আলো থরে থরে উঠিছে ভাসিয়া !
পাড়াগাঁয় শুভ উষা আসিল হাসিয়া।

চারিদিকে রস, গন্ধ, সবুজে ছাওয়া ;
পাখীরা ঝোপের আড়ে ধরেছে গাওয়া ;
রাখালেরা সেই ভোরে
গরু লয়ে হাঁটে জোরে,
মাঠপথে ধূলি ওড়ে, যায় না চাওয়া ;
বয় ধীরে ফুর্‌ফুরে দখিণা হাওয়া।

ঘুম থেকে ত্রস্তে উঠি গেরস্তের মেয়ে
ঘর-দোর ঝাঁট দিতে চলে ব্যস্ত ধেয়ে ;
মোটা-সোটা বাঁধে গড়া,
সাদা-সিদে চাল ভরা,
আঙ্গিনায় দেয় ছড়া একলাটি যেয়ে ;
মৃদু বায় কালো চুলে খেলে দোল্ খেয়ে।

সোণাধানে ভর-পুর, মাঠগুলি ঢাকা ;
ঘুঘু ব'সে থাকে নুকি' মেলি ক্লান্ত পাখা ;
ক্ষেতে ক্ষেতে, গেয়ে গান
কৃষাণ নিড়ায় ধান ;
ঘামে ওঠে ক'রে স্নান, গায় ধূলি মাখা ;
হাওয়ায় কাঁপে ধীরে ধানগাছের আগা।

পাঠশালে সুর ক'রে প'ড়ো সব পড়ে ;
বেত্রহস্তে গুরুমশাই বসি আসরে ;
ছেলেরা নাম্‌তা গায়,
সটিক মাথাটি তায়
হুঁকো সনে দোল্ খায়, তালে তাল ধরে' ;
— হাসি শুনে রেগে রাঙ্গা, যান তাড়া করে' !

ফুটে আছে থোলো থোলো মালতি বকুল;
ভ্রমরেরা গুণ্ গুণ্ করিয়া আকুল।
গাছে গাছে কালজাম;
তখনো পাকে নি আম;
পোড়া রোদে অবিরাম ছেলেরা ব্যাকুল,
ছুরী হাতে, জিভে জল, করে হুলুস্থূল।

খিড়কীর 'পার্লিমেণ্ট' পুকুরের ঘাটে,
মেতে আছে ছুঁড়ি, বুড়ী, ছেলের মা-নাটে;
কার বর ক'টি পাশ,
কোন্ বউ কালো-পাঁশ,
তাই নিয়ে কান্না হাস, কত ছড়া কাটে;
খাওয়া নাওয়া ভুলে গেছে এরি চাটে!

গেয়ে গেয়ে ফিরিতেছে রাখালের দল,
কভু নাচে, শীষ্ দেয়, হাসে খল্ খল্;
পুকুরে মেয়ের মেলে
নায়, ডুবোডুবি খেলে;
হাঁসেরা শেওলা ঠেলে ভাসিছে কেবল;
রোদ প'ড়ে ঝক্মক্ করে কালো জল!

পুকুরে মেয়ের মেলে নায়, ডুবোডুবি খেলে ,
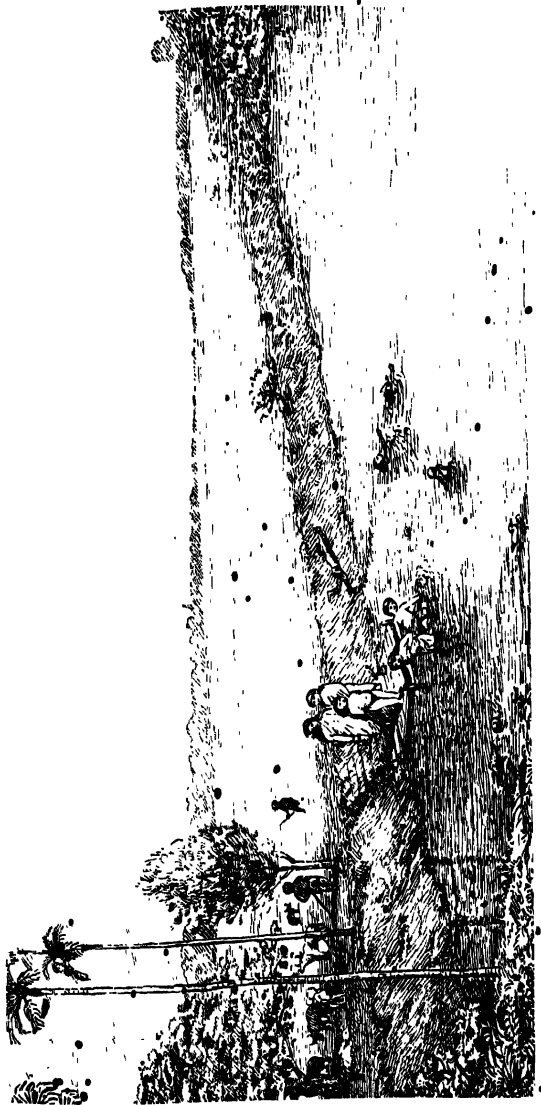
চাতালে মাদুর পেতে নিষ্কর্ম্মারা যত
পরনিন্দা নিয়ে কিম্বা দাবা তাসে রত ;
ছেলেগুলো পিঠ্ রাখে,
হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ;
তামাকের শ্রাদ্ধ দ্যাখে, ধোঁয়া গেলে কত ;
কিস্তিমাৎ, বিস্তি পঞ্চাশ ধূয়া নিয়ত !

মরা-গাঙ্গে ডিঙ্গীগুলি যায় ছেঁড়া-পালে ;
মাঝিরা জিড়োয় ব'সে পাণ দিয়ে গালে ;
কখনো বা গায় সুরে,
শোনা যায় থেকে দূরে ;
ছোট পাখী বসে উড়ে' মাস্তুলের ঢালে' ;
আকাশে রঙ্গিণ মেঘ ; তরণী যায় পালে।

পশ্চিমে সিঁদূরে' রবি পড়িল হেলিয়া,
অতি ধীরে ধীরে গেল ওপারে ডুবিয়া ;
তিমির বাড়া'ল কায়,
আলোক ত্রাসে লুকায় ;
আঁধার তরুর ছায় ডাকে না পাপিয়া ;
পাড়াগাঁয় ম্লান সন্ধ্যা আসিল কাঁদিয়া।

বাদ্‌লায়

বড় কালো করেছে বাদল ;
আকাশের পানে চেয়ে কৃষকের ছোট মেয়ে,
ডাকে,— নেমে আয় রে বাদল,
আয় হেনে আয় জল !

বুঝি ডাক মানিল বাদল ;
টুপ্ টাপ্ ছিটে ফোঁটা, ক্রমে বড় গোটা গোটা,
ঝর্ ঝর্ নেমে প'ল ঢল্ ;
আজ গলেছে বাদল !

চাষীদের চৈতালী সজল ;
গরুগুলি ভেজে মাঠে ; মো'ষ দুটো প'ড়ে ঘাটে,
কাদা মেখে সেজেছে পাগল !
ঝর ঝরিছে বাদল ।

ভাঙ্গা-চোরা মন্দির উজল,
লতার টোপর-ধর, বাদুলে' সে তেজ্‌বর,
বর-সভা আমগাছতল ;
লগ্ন চাহিছে কেবল !

তাই দেখে ছুটিছে চঞ্চল
আকাশের রাঙা মেয়ে উঁকিঝুঁকি চেয়ে চেয়ে,
কুটিকুটি হেসে খল্ খল্ ;
সোণামুখী সখীদল।

জমিদারী কাছারী, অটল!
হিসাব-নিকাস-পোরা সুমারী খাজাঞ্চী জোড়া,
করিছেন রোকড় নকল ;
বৃথা কাঁদিছে বাদল !

ডেকে পড়ে ঘোলা বন্যাজল ;
ছিপ্ ফেলে' ভেজা-শাণে মেঠো সুরে গান টানে,
পালো নিয়ে কেহ বা পাগল,
দীঘীতে ছেলের দল।

মাছরাঙা নিয়ত চপল,
নারিকেল শাখা'পরে ক্ষণে বসে, পড়ে জোরে,
জেলে-পাখী নাহি মানে জল;
শান্ত, বকেরা সকল।

আজ চাষী আহ্লাদে উতল;
চালা-ঘরে ঝাঁপ কসি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া বসি
রূপকথা কহে অনর্গল;
আজ আমোদে তরল!

ঢেঁকিশালা করিয়া দখল,
কুকুর দিতেছে সাড়া দেয়া-ডাকে;—নূয়ে কারা,
তালপাতা ছাতাটি সম্বল?—
আজ কিন্তু পথ তল!

কোন গৃহে যুবক বিহ্বল,
ব'সে মেঘদূত খুলে' শূন্যে চেয়ে আছে ভুলে';
কাছে তার বোনটি সরল,
দ্যাখে, অবাক্ নিশ্চল!

যুবক বিহ্বল,

শেষে ডাকে, "দাদা ছুটে চল,,
মোয়া বাঁধি শিল খুঁটে!"— যুবার স্বপন টুটে;
হেসে উঠে বলে, "নীরু, চল্‌!"
ঘন ঝরিছে বাদল!

আমার কাণ্ড

আমি যেদিন বাহির হলেম ক'নে-মৃগয়ায়,
পাড়াশুদ্ধ একস্তরে ধিক্ দিলে আমায়!
আমি শক্ত নাছোড়বন্দ, রুদ্ধ করি কর্ণ-রন্ধ্র;
চোকা চোকা বিদ্রূপের বাণ পেতে নিয়ে মাথায়!
আমি কিন্তু বেরিয়ে পলুম ক'নে-মৃগয়ায়।

খুঁজে পেতে কল্লুম বন্দী এমন একটি মেয়ে,
গ্রামশুদ্ধ সে রূপের পানে রইল অবাক্ চেয়ে!
আমি দিয়ে গোঁপে চাড়া অহঙ্কারে মাতোয়ারা,
উপন্যাসের পরীটিরে সত্যি হাতে পেয়ে;
আমার হ'ল বেজায় জিত্,—ওরা রইল চেয়ে!

হেসে খেলে কাট্‌চে দিন ক'রে প্রিয়ার ধ্যান,
কোথা হ'তে লাগ্‌লো প্রাণে এক্‌জামিনের টান।
বিয়ে ক'রে বিএ পড়া? হায় রে, নিঠুর কঠোর ধরা,
চুকিয়ে ল্যাটা ঘরে শেষে হলেম অধিষ্ঠান;
হ'ল ভাঙ্‌তে সেধে কেঁদে বধূর মধুর মান।

পদ্মা

শ্বশুরবাড়ী যাবার তরে ডাকটি পড়লো শেষে,
সাত রাজার ধন, আহা রে, সেই মণি-মুক্তার দেশে !
থাক্ বা না থাক্ নাগ-বালা, আছেন সেথা শালাজ শালা,
এ জগতে শালীর জ্বালা জানেনাক কে সে ?
আমি চল্লুম শ্বশুরবাড়ী নিখুঁত জামাই-বেশে।

পা দিয়ে সেই মায়ারাজ্যে একেবারে মাটি !
অন্যে হ'লে উবে যেত, ভাগ্যি ছিলুম খাঁটি।
আমার কর্ণ, তাঁদের হাত, মধুর দ্বন্দ্ব দিবারাত;
হজম কল্লুম কত শত সোণাহাতের চাটি ;
খাজার মধ্যে মজা কেবল ক্ষীর-সরের দুই বাটি।

দুধে ঘিয়ে নেয়ে খেয়ে গজালো এক সাধ ;
তিনি হবেন রাইকিশোরী, আমি কালাচাঁদ।
আমার মিষ্ট অষ্ট শালী হবেন তাঁরা অষ্ট আলি :
আমি গিয়ে কদমতলা পাত্‌বো বাঁশীর ফাঁদ,
আস্‌বে ছুটে গাঁয়ের যমুনা ভেঙ্গে চুরে বাঁধ।

হায়রে যেদিন কদমডালে উঠ্‌বে বংশীধারী ;
কোথা থেকে বাবা এসে হাজির বেয়ান্-বাড়ী !
কোথায় গেল ব্রজের রঙ্গ, সখের সেনার রণভঙ্গ !
সেজে মহাভালমানুষ থেকে দিনেক চারি,
বাবার সঙ্গে স্বর্গে থেকে নেমে এলুম বাড়ী ॥

পরিশোধ

চিৎপুর রাস্তা দিয়ে বগি হেঁকে যান
একদা গৌরাঙ্গ এক ; পার্শ্বে নাহি চা'ন।
ঘোড়াও ইংরেজি ; ভিড়ে ক্ষেপে একেবারে
পড়ে গিয়ে গো-বেচারী বাঙ্গালীর ঘাড়ে।
কষ্টে স্বষ্টে বেচারী ত নিল সামালিয়া ;
থামে গাড়ি ; লাল মুখ উঠিল রাঙিয়া।
অপরাধ—নিগার সে, কেন দাঁড়াইবে
বাধা হ'য়ে পথপাশে ? না হয় মরিবে !

নেটিবের এত স্পর্দ্ধা ! তাই ধৈর্য্য টুটি
বাহিরিল রুচিপূর্ণ বক্র ভাষা ফুটি,
এংলোহিন্দিবিমিশ্রিত ; তদুপরি আর,
কৃষ্ণ পৃষ্ঠে হ'ল মিষ্ট চাবুক প্রহার।
যেই মারা, অমনি সে বাঙ্গালী গার্জ্জিয়া
করিল যা, অসম্ভব !—গাড়িতে উঠিয়া
সাহেবের গলা টেপা ! আহা, তারপর,
বঙ্গহস্তে ইঙ্গগণ্ডে আচ্ছা দুটি চড় !
অবাক্, দর্শক দেখি' সৃষ্টিছাড়া কাজ ;
সাহেব চম্পট মুছি রুমালেতে লাজ !
ঘুষি খেয়ে যতদিন ঘুষি না উঠিবে,
সুদারুণ এংলো-ঋণ বাড়িয়া চলিবে।

অর্ঘ্য

প্রসাদ, হে বঙ্গভূমি,– সুন্দরী ধরণী !
কোটি পুত্র চিরদিন পারে না শোধিতে ঋণ ;
তারি মাঝে দীন মোরা এসেছি জননি,
ফিরে যাব ম্লানমুখে শ্যামলবরণি ?

জানি আমাদের দেয়, কিন্তু সাধ্য ক্ষীণ !
তোমার অন্তর মাঝে নিরন্তর মৌনে বাজে
যে করুণ রুদ্যধ্বনি আদি-অন্তহীন ;
হারাইয়া যাই মাঝে সান্ত্বনাবিহীন !

পূজা নহে,—তবু ধর উৎসৃষ্ট এ পণ ;
যতদিন দৈন্যবেশ ও শ্রী-অঙ্গে রবে লেশ
তব প্রাণপাত স্নেহ করিয়া দলন,
স্পর্শিব না বিদেশের বসন ভূষণ !

পদ্মা

বিদেশের যাহা কিছু থাক্ অত্যুজ্জ্বল !
তর্ক করি রুক্ষ রুক্ষ বাছিব না সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম,
একে একে ফেলে দিব খুলিয়া সকল ;
ফিরিব ঘরের ছেলে স্বগর্ব্বে অটল।

সঞ্চর' অন্তরে শক্তি, রাখ রাঙা পায় ;
অনন্ত তোমার ক্ষুধা, লহ দুই বিন্দু সুধা ;
জানি,—ক্ষুদ্র তুচ্ছতম ; তাই ব'লে, হায়,
ফিরায়ে লইব অর্ঘ্য অর্পি দেবতায় ?

মায়ের আহ্বান

মৃণ্ময়ী মা'র মধুর ডাক
ওই যে শুনা যায়;
বসে অন্ধ কারাগারে ডুব্‌তেছিলাম অন্ধকারে;
কে ডাকেরে বারে বারে, চিনি যেন তায়;
মায়ের আজ্ঞা হয়েছে রে. উঠে চলে' আয়।

পরাণে প্রাণ ফির্‌ল যদি
কিসের তবে ভয়?
থাক্ মা আকাশ মেঘে ভরা, নীচে ওই মা আলো-করা
হরিৎবসন অঙ্গে পরা আঁখি অশ্রুময়,
পাটেশ্বরীর দাসীর বেশ তাও কি শোভাময়!

পদ্মা

আমরা মা তোর অধম ছেলে
ভজা পূজা জানি না ;
কলঙ্কের ভার লয়ে বুকে তাইত বেড়াই ছাতি ঠুকে ;
দেখে মরিস্ লাজে দুখে, মুখ ফুটে তাও বল্‌লি না !
চিরদিনই ক্ষমাভরে স্নেহ দিতে ভুল্‌লি না।

আমরা কবে মানুষ হব
শুধু বল্ মা তাই ;
তার আগে আর আকুল রবে ডাকিস্ না এই বধির সবে,
এত বড় বিশাল ভবে নাইক তাদের ঠাঁই ;
তোর ডাকে কি আজই তাদের নিদ্রা ভাঙ্গ্‌বে ছাই !

প্রার্থনা

শুধু ক্ষণেকের তরে আজ্ঞা কর, নাথ,
অভিনয় হোক্ ;—
জ্বলুক্ এ রঙ্গে রক্তরশ্মিঝলসিত
প্রলয়-আলোক।
রুদ্রমন্দ্রে বঙ্গসিন্ধু আসুক্ তাণ্ডবে
লক্ষ ফণা তুলি ;
মহাধৈর্য্য ভাঙ্গি ধরা জাগুক্ আক্রোশে
ডগমগে দুলি !
নভশ্চর নীরেচর অন্তিম-আতঙ্কে
উঠিবে শিহরি ;
অনুতপ্ত, বিপন্ন মানব লুটাইবে
হাহাকার করি !
শেষে সংহরিয়া, আদেশিও নিরধিরে
হইতে সুধীর,
কালাগ্নিরে শোভিতে সুন্দর, সুশীতল
বহিতে সমীর।

সেই সিন্ধু অভয় উচ্চারি দেখাইবে
অগাধ সম্পদ;
পুণ্যালোকে খুলে যাবে অনন্তের পানে
মহত্ত্বের পথ।
ছাই হবে শতগ্রন্থি সংহিতা, সংস্কার,—
অক্ষম শাসন!
ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ স্বার্থ,—চূর্ণ হয়ে যাবে
আরাম-আসন।
অসীম সুকৃতিভরে সে শুভ বিপ্লবে
জাগ্রত সবাই;
অভিমান ছদ্মবেশ, নাহি দ্বন্দ্ব দ্বেষ
দুষ্কৃত বালাই!
মৃত্যুমন্ত্রে সংহারিল যুগ-যুগব্যাপী
কঠিন জড়তা;
মুক্ত ধরণীর ক্রোড়ে তূর্ণ বেড়ে উঠে
চৈতন্য, জনতা।
মহাবেগে সিংহদ্বার কর্ম্মক্ষেত্রমুখে
গেল উন্মোচিয়া,
বাহিরিল বঙ্গের সন্তান ঐক্যবলে
দুরন্ত হইয়া।

নবোৎসাহে সম্বর্দ্ধিত, গঠিয়া তুলিল
আশার তরণী,
বায়ূত্থিত ভরা-পালে ভাসাইল তরী
ভ্রমিতে ধরণী।
একেবারে শত কবি উঠিল ঝঙ্কারি
সঙ্গীত মহান্—
নমোনমঃ সুশ্যামলা মাতঃ জন্মভূমি !—
সঞ্জীবিল প্রাণ !
উঠে গীত,—আগে চল্ দলি ভীতি বাধা,
ব'য়ে যায় বেলা ;
আছে উচ্চতর লক্ষ্য, মানবজীবন
নহে ছেলেখেলা।
ছোটে সবে,—কোথা কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ;
বলে, আরো চাই ;
ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রে নবোজ্জ্বল বেশে
মায়ের সাজাই।
মরু অদ্রি সিন্ধু পার হয়ে আনি সবে
যথাসাধ্য যার ;
বুক চিরে রক্তটুকু দিয়ে পূজাচ্ছলে
শোধি স্তন্যধার।

উচ্চ, নীচ, অন্ধ, খঞ্জ, বলিষ্ঠ, সুন্দর—
গেছে তর্ক, ভেদ ;
মরণের কাছে লভিয়াছে মহাশিক্ষা,
মিছে বক্র জেদ !
ধনীর সন্তান, হের, রুগ্নভিক্ষু-গৃহে
লিপ্ত শুশ্রূষায় ;
ধর্ম্মভীরু দিতেছে সান্ত্বনা বক্ষে টানি
পতিত ভ্রাতায় ।
ফিরে আসে বঙ্গের সন্তান মাতৃমুখ
উজ্জ্বল করিয়া ;
ফিরে আসে মহিমামণ্ডিত, যশোরশ্মি
ললাটে ধরিয়া ।
কত কীর্ত্তি, কত বৃত্তি দেশ দেশান্তরে
করিল অর্জ্জন ;
কত দৈন্য, কত শূন্য, শক্তি সাধ্য শৌর্য্যে
করিল পূরণ ।
গৌরব-পতাকারাজি আনন্দকম্পিত,
উধাও গগনে ;
নমোনমঃ বঙ্গভূমি,— কোটি কোটি কণ্ঠে
ধ্বনিত সঘনে ।

ফুলাসার বর্ণে নারীগণ, আধ-স্বরে
শিশু গায় জয় ;
ধন-ধান্য-ভরা গৃহে প্রফুল্ল সবাই,
নির্ভয় হৃদয় !
অন্তর্হিত এতদিনে অতীতসঞ্চিত
ঘৃণিত দীনতা ;
গর্ব্বস্ফীত-মাতৃ-আশীর্ব্বাদ প্রচারিল
আরেক বারতা।
এ ত বুঝি স্বপ্ন শুধু, মায়াবিসর্পিত
ব্যাকুল জল্পনা !
জাগিতেছে পরিচিত ব্যথা : ভেঙ্গে দিবে
সোণার কল্পনা !
তবে অন্তর্য্যামি, কি নির্ভয়ে রবে বঙ্গ
আজন্ম কাঙ্গালী ?
হের, স্নেহরোষে হাসে কাপুরুষ যত
নির্ল্লজ্জ বাঙ্গালী !

আদর্শ যুগ

সে দিন আসিলে—থামি এ জীর্ণ-সংস্কারে,
এ সভ্যতা, বর্ব্বরতা সরায়ে দু'ধারে
করিবে অপূর্ব্ব সৃষ্টি !—তখন সকলে,
হাত ধরাধরি করি সবলে দুর্ব্বলে
উঠিবে মহোচ্চ পথে ; মর্ত্ত্যের মানব
আনিবে করিয়া জয় অমর বৈভব
আপন বিক্রমে ! দুর্লভ যেখানে যাহা,
ছুটিবে তাহারি পাশে ; এনে দিবে তাহা
সকলে সবার পদে। তাদের স্বদেশ
জ্ঞান-প্রেম-সৌভাগ্যেতে করিবে প্রবেশ
সন্তানের যত্নে। অসাধু অসত্য যাহা,
দীর্ঘ অনাদর মাঝে ভুলে যাবে তাহা

অজ্ঞাতে সহজে সবে। জটিল জীবন
রবে না দুর্ব্বোধ আর ; ফলিবে স্বপন
মানবের গৃহে গৃহে ! ছোট বড় কাজে,
সব স্বার্থে, সব দৈন্যে, বাধা বিঘ্ন মাঝে,
ধর্ম্মেতে রহিবে লক্ষ্য ; সর্ব্বোপরি, শিরে
রহিবেন কৃপাময় যিনি ! শেষে ধীরে,
মহিমার পুষ্পরথ নামিবে ভূতলে
বিদায়ের কালে ! রহি সবে শান্তিকোলে
শুভ আশীর্ব্বাদ তবু বর্ষিবে ভূলোকে !
যোগ্য বংশধরগণ বিয়োগের শোকে
শুনিবে সান্ত্বনাবাণী ; পূর্ণ বাহুবলে
রাখিবে অতুল কীর্ত্তি এ ধরণীতলে !
অচিরে তৃষিত মর্ত্ত্য, সুদিন মাঝারে
হবে না কি উপনীত স্বর্গের দুয়ারে ?

সিন্ধুর উক্তি

হে বিধাতঃ, আমি তব আদিম-সৃজন
ছিল না তখন বিশ্ব, চন্দ্রমা, তপন !
প্রসারি বিরাটকায়া নীলিমসলিল,
আমি একা ছিনু ব্যাপ্ত, ফেনিল, আবিল,
মহামৃত্যু সম ! যুগ যুগান্তর তব
আসে যায় এই বিশ্বে,; আঁকে নব নব
দৃশ্যপট ! কত হাস্য, কৌতুক-কল্লোল,
উঠে নিত্য মোর পাশে আনন্দ-হিল্লোল !
মোরে রেখে দিলে সেই চিরপুরাতন,
অন্ধ অভিমানী করি ! আর এ জীবন
কতকাল আপনাতে র'বে শুধু জাগি
ভুবনাশী বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ের লাগি ?
নিখিল-জননী ধরা সুফলা, শ্যামলা,
চাহিয়া আমার পানে রহস্য-বিহ্বলা ;

—বিশ্বাসঘাতক আমি,
করিতাম হত্যাযুক্তি।

কহিছেন ডাকি মোরে;—সংহর, সংহর ;
আমার সন্তানগণে অভয় বিতর' !—
আমি যেন অভিশপ্ত, অজ্ঞাতে একেলা
করিতেছি চিরদিন নিদারুণ খেলা !
যাত্রীপূর্ণ কত তরী কত শত কাজে
কত দিন মোর বক্ষে, সাজি নানা সাজে
যাইত উল্লাসভরে ; পত্ পত্ স্বরে
বিচিত্র পতাকাসারি কাঁপিত অম্বরে
কলাপি-শোভায় ! বিশ্বাসঘাতক আমি,
করিতাম হত্যাযুক্তি ! জান অন্তর্য্যামি,
সব কথা ;—উৎকট উৎসাহভরে
সুদূর দিগন্ত হ'তে অতি সমাদরে
আনিতাম ঝটিকায় ডাকি !—মেঘে মেঘে
আবরিত নভস্থল ; খরতর বেগে
উঠিত উদ্দাম ঝঞ্ঝা উন্মথিত করি
সলিল-বিস্তার মোর ; বজ্র কড়্‌কড়ি'
পড়িত ভৈরব মন্দ্রে ; প্রশান্ত প্রকৃতি
ধরিত নিমেষ মাঝে সংহার-আকৃতি !

পদ্মা

উত্তাল তরঙ্গে মোর উৎক্ষিপ্ত, পাতিত,
বিপন্ন তরণী বুঝি হুতাশে লুটিত
করুণা যাঁচিয়া মোর ! প্রমাদ গণিয়া
নিরুপায় কর্ণধার উঠিত কাঁদিয়া ;
কণ্ঠে কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিত গগনে !
আমি রহিতাম মাতি ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা সনে।
কি আর কহিব প্রভু, বর্ণিতে অক্ষম ;
করেছ আমার চিত্ত নির্ম্মম অধম !
জানি না কেন এ সব,—কিসের শৃঙ্খলা ;
কোন্ গূঢ় সূত্রে বদ্ধ ! চাহি না একলা
উদ্ভেদিতে এ রহস্য,—সৃষ্টি-ফলাফল।
শান্তি-বর দেহ ভক্তে, হে ভক্তবৎসল !

লয়তত্ত্ব

ওই ডুবে গেল চাঁদ আলোকি' সাগরতল ;
নীল পাহাড়ের সারে লুকালো তারকাদল।
এই কি, এমনি শেষ, জগৎ, জীবন-খেলা ?—
দু'দিনের দু'দণ্ডের, সাগরে নশ্বর ভেলা ?
"তুমি কার ? কে তোমার ?" তাই এত হা হুতাশ ;
চির আঁধারের তরে ক্ষণিক আলোকাভাস ?
অসীম—সসীম নহে, কল্পনা বিহ্বল তথা ;
নিস্তেজ, জ্ঞানের দীপ শুষ্ক, দর্শনের লতা !
তার্কিকের কৃপা মাগি, চাহি না ভাঙ্গিতে ভুল
পাণ্ডিত্য হেঁয়ালি শুধু, আত্ম-বঞ্চনার মূল !

পদ্মা

এই শেষ ?—মিথ্যা কথা : ত্রাসিত নাস্তিক-বাণী !
অনন্তের অন্ত নাই,- এই ধ্রুব সত্য মানি।
এ পুন খেলার আগে ক্ষণিক বিরাম শুধু ;
তারপরে যেই সেই, অনন্ত জীবন-মধু !—
জাগিছে নির্ভর এই সংসারের সুখে দুখে ;
পান্থ-পাদপের মত মরুর ঊষর বুকে !
এ নহে এ নহে শেষ, কে জানি ডাকিয়া কয় ;
সে ডাকে ত্রাসিত পান্থ পরাণ বাঁধিয়া লয় !
সখার প্রীতির কথা অমিয় ঢালিবে কাণে,
সখীর সোহাগ হাসি আবার ফুটিবে প্রাণে।
উঠিবে উজ্জ্বল রবি ছড়াবে আশার কর,
ধরিবে পাখীরা ফিরে নব প্রভাতীর স্বর।
সে লয়, অক্ষয় শান্তি নাহি জরা মৃত্যু লেশ !
সে লয়ে, বিশ্বের যাত্রা, সে লয়ে, আমারো শেষ !

কেন

একদিন মোরে সুধিল বালিকা,—
ভাল তারে বাসি কেন ?
সরল ব্যাকুল প্রশ্নটুকু তার
প্রাণেরে ডাকিল যেন !
পরাণ ত কই, কহিল না কিছু ;
বালিকা পুন সুধায় ;
খুঁজে খুঁজে তার কেন-র উত্তর
কোথাও না পেনু হায় !
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঘুমায়ে,
বাহিরে চাঁদের আলো ;
ধীরে ধীরে বয় দখিণা বাতাস ;—
কেন বাসি তারে ভালো ?

রত্ন-পরীক্ষা

এ কার করুণ স্পর্শ হারাণ' রতন ;
যৌবন-জোয়ারে ভাসি মরমে ঠেকিল আসি ;
শিহরিণু স্বপ্নে স্বপ্নে মুগ্ধের মতন,
এই কি রে স্পর্শমণি ? পাইনু চেতন।

নিম্নে ভরা গঙ্গা, ঊর্দ্ধে নিশা নিলাম্বরা ;
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, দাদুরীও আছে স্তব্ধ ;
ঝিল্লির বন্দনা-অন্তে ঘুমাইছে ধরা।
স্পর্শমণি এই ?—কারে জিজ্ঞাসিনু ত্বরা !

আধ ঘুমে ডাকে দেয়া, কাঁপি উঠে বায় ;
সুপ্ত শিখী মুদি পুচ্ছ, চাঁপা চামেলীর গুচ্ছ
পাড়ি কুঞ্জকোণে, নাহি মধুপে সাধায় ;
এই কি গো স্পর্শমণি ?—সুধিনু তাহায়।

হাসিল বিদ্রূপ-হাসি চপলা অমনি ;
চাহিনু আপন পানে বিস্মিত স্তম্ভিত প্রাণে,
অকস্মাৎ কড়্ কড়্ নাদিল অশনি;
সুধিনু কম্পিত কণ্ঠে—কই স্পর্শমণি ?

সংশয়-ভঞ্জন তরে ফিরি সকাতর;
হেথা, সুপ্তি রাহুরূপে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিছে চুপে,
করাল মুখব্যাদনে লুপ্ত চরাচর,
নদীবুকে ম্লান-ছায়া কাঁপে থরথর।

বুঝিলাম, প্রকৃতির দারুণ শ্মশানে
সব শূন্য, সব ছাই, দয়া নাই, স্নেহ নাই,
রত্ন-পরীক্ষার সাধ মিটিল সেখানে ;
চাহিনু সজল নেত্রে শূন্য শূন্যপানে !

সহসা স্বর্গীয় গন্ধে পূর্ণ চারিধার,
বিকল-হৃদয়-রন্ধ্রে কে যেন রে মেঘমন্দ্রে,
চকিত বিদ্যুৎবাণী করিল প্রচার ;—
ভক্ত হিয়া দিয়া রত্ন চেন একবার !

দুর্লভ

ঝর ঝর শাওণ নিশিতে
পশে গো সে বিদ্যুৎ হইয়া
সব কোণ না পাইতে আলো,
চলে যায় হৃদয় চিরিয়া !

জ্যোৎস্নাশুভ্রা মাধবী নিশীথে
আসে গো সে স্বপন হইয়া ;
ফলরস, ফুলগন্ধ নাখি
দুটি আঁখি দেয় যে মুদিয়া !

পত্র

প্রিয়ে, মনে পড়ে ? আহা, সেই একদিন
তুমি আমি, সেই স্বপ্নময় কোন্ এক
বাসন্ত অতীতে, কৈশোরের যৌবনের
বিচিত্র সঙ্গমে, একসাথে দুইজনে,
কূজিত, পুষ্পিত, রম্য কল্পকুঞ্জবনে
ভ্রমিতাম—হাত ধরাধরি,—লালসার
মদগন্ধহীন প্রেমের বাঁধুলিফুল
করিয়া চয়ন, গাঁথিতাম মনসাধে
বৈজয়ন্তী মালা, দুঁহু দোঁহে বিনিময়ে
পাইতাম প্রীতি ! মনে পড়ে, কবে কোন
বরষা-প্রভাতে, কি খেলা খেলিয়াছিনু ;
কি সে কথা হয়েছিল শরতের রাতে !
মনে পড়ে, কার্য্যব্যস্ত সংসার তখন
চাহিত না ফিরি কভু আমাদের পানে !
—চাহিত না,
হায়, তাই বা আছিল ভাল !

বর্ণগন্ধগীতিময়ী ধরিত্রীরে ভুলি
কি শান্তি সুপ্তির মাঝে রহিতাম ডুবি ;
লভিতাম প্রাণে প্রাণে কি জানি আরাম !
কখন উঠিত রবি, ডুবিত আবার ;
হাসিত তারকারাজী ধরাপানে চাহি
মলিন সন্ধ্যায় ;—ব্রতশেষে দেবকন্যা
একে একে শত শত কনক প্রদীপ
দিত কি ভাসায়ে স্থির নীলনভ-নীরে !
অলক্ষ্যে যাইত চলি ষড়ঋতু আসি।
শেষে একদিন ! সুখস্বপ্ন-অন্তে যবে
পাইনু চেতন,— হরি ! হরি ! তুমি আমি
দূরে দূরে পড়েছি ছিটিয়া ; মাঝে চাহি
দেখিনু সভয়ে আমি বিপন্ন, বিহ্বল,—
বৃহৎ বারিধি এক গম্ভীর নিস্বনে,
ঘন ঘন উদ্গারিয়া শুভ্র ফেনরাশি,
স্পর্দ্ধান্বিত বেগভরে ছুটিয়া চলেছে,
দিশাহারা, নীলাম্বর-প্রান্ত-অন্বেষণে ;
ঢেউগুলি ঠেসাঠেসি ক্রীড়া-রঙ্গ-ভঙ্গে
আপনা আপনি শেষে ভেঙ্গে চুর চুর !
সভয়ে মুদিনু আঁখি,—লক্ষ্যভেদকালে,

স্বতঃ, অশিক্ষিত ধানুকীর অনায়ত্ত
অক্ষিপর্ণ যথা সহসা মুদিয়া আসে
অচিন্তিত ত্রাসে ! বিবশে মেলিনু যবে,
ভাতিল নয়নে,—অকল্যাণ নিরানন্দ
প্রকৃতিরে ঘিরি, যেন লইছে খুলিয়া
শ্রীঅঙ্গ হইতে যত শোভা-আভা-ভূষা !
তরুর মর্ম্মরে, তটিনীর কলস্বরে
কি যেন বিলাপ-গীতি পশিল শ্রবণে।
একটি নিশ্বাস ফেলিনু নীরবে চাহি
নীলাভ্রের পানে ;
দেখাইলা স্মৃতিদেবী
খুলি স্বমন্দির, বিষাদের চিত্রগুলি ;—
দেখিনু সেথায় ঈপ্সিতমিলনোৎসুকা,
গোপীকার ক্ষুব্ধ হতাশ্বাস ; দুষ্মন্তের
দুঃসহ বিরহ : এখনও দীপ্তাঙ্কিত
মৃত্যুঞ্জয়ী পটে ! প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর
পড়িনু কাতরে ; বিকম্পিত, শ্লথ তনু
পড়িল নুঁইয়া রৌদ্রতপ্ত বালুকার
তীক্ষ্ণ বেলাভূমে, ঝটিকাপীড়িত জীর্ণ
পাদপের মত ; অথবা যেমন, গুণী

শ্রোতৃবর্গপার্শ্বে, রসভঙ্গে—মর্ম্মাহত,
বিপন্ন গায়ক !
তারপরে, কতদিন
গেল ত কাটিয়া ; কতই না মধুময়
ফাল্গুনরজনী, বিফল কুৎসিত এবে !
কি যে মূর্ত্তি এ অন্তরে রেখেছ আঁকিয়া,
তমাচ্ছন্ন হৃদয়ের তুমি ধ্রুব তারা !
যখন যেখানে গেছি, যে ভাবে যে দেশে,
হয় নি অন্তর তিল দেবীর প্রতিমা।
দেখিয়াছি কোথা, হর্ম্ম্যরাজী ; পাংশুবর্ণ
প্রস্তরে গঠিত, কোনটি মর্ম্মরে ; পশি
তার মাঝে, দেখিয়াছি অপূর্ব্ব দর্শন,—
প্রাচীন নৈপুণ্যকলা !—নাগবালাদের
চারুমূর্ত্তি, ঊর্দ্ধ্বদেশ নারীর আকৃতি,
কটি হ'তে ফণিনীর ক্ষীণদেহে লীনা
বহিছে মস্তকে সৌধছাদ সকৌতুকে।
কোথা, বিবসনা যক্ষসুন্দরীর মূর্ত্তি।
চিক্কণ প্রস্তরগাত্রে সুঠামে অঙ্কিত
পুরাণপ্রসঙ্গ ; কোথাও বা কবিসৃষ্টি :
সুশোভনা সুরললনার মিষ্ট ক্রীড়া ;

অপ্সরীরা উড়িয়া চলেছে শূন্যে ;
নাবিকবালিকা বেয়ে যায় ক্ষুদ্র তরী
পার্ব্বতী সরিতে।
দেখিয়াছি কোনস্থানে
গিরিশ্রেণী মালাকারে, মেঘপংক্তি সম,
শুভ্র নীলে নীল ; চৌদিকে বেষ্টিয়া দূরে
প্রহরী নিরধিত্রয় গর্জ্জিছে নিয়ত।
অস্তমান শ্রান্ত রবি দেখেছি তথায়,
তাম্রবর্ণ, হৃতবাষ্প ব্যোমযান যেন,
ধীরে ধীরে নামিতেছে নভপ্রান্ত দিয়া
শীতল অতলগর্ভে লভিতে বিরাম !
দেখিয়াছি কোথা, উন্নত শিখর হ'তে
মুখর সলিলপাত, ভাঙ্গিয়া নামিছে
যেন শিলারাশি সহ, ফেনিল উল্লাসে
মাতি ! যা হ'তে জনম লভি ক্ষুরধারা,
নীলা নির্ঝরিণী তক্ তক্ স্বচ্ছনীরা,
দেখাইছে মুক্ত করি উদার নীরবে
গভীর, শীতল, শান্ত, স্ফটিক অন্তর :
চলিয়াছে সিক্ত করি শুষ্ক পাষাণের
অমসৃণ ভূমি। উভ পার্শ্ব বিদারিয়া

তুলিয়াছে শির শীতের শিশিরসিক্ত,
তুষারধবল, সারিবদ্ধ মর্ম্মরের
উচ্চ শৈলরাজি ; রজত প্রাচীর সম,
রোধিতেছে সিন্ধুপার উচ্ছৃঙ্খল গতি !
এ সুদৃশ্য ভুলাইয়া মরতের ক্লেশ
মুহূর্ত্তে লইয়া যায় শান্তি-উপকূলে ;
মুহূর্ত্তে মানব পায় স্বর্গের আভাস।
কিন্তু হায়, প্রিয়ে, তবুও ত ঘুচিলনা
প্রাণের রোদন ; ভুল-শেখা গানগুলি
একই বেসুরে তেমনি বাজিতেছিল
ছিন্নতন্ত্রীবশে ! এইরূপে ভ্রমিতাম
বিফল প্রয়াসে জুড়াইতে দগ্ধ বুক !
দিবসের আগমন, মনে হ'ত যেন
নিতান্ত নিষ্ফল ; বিধুরা রজনী আসি
ডাকিত কাঁদিতে।

তারপরে, কত দিন
বঞ্চিলাম কোন এক চিরপ্রিয় দেশে ;-
হেমন্তের দ্বিপ্রহরে, ধীরে ধীরে যবে
কলশ্রান্ত বনস্থলী প্রশান্ত হইত,
শুনিতাম কপোতের প্রেম-সম্ভাষণ

নানাজাতি বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গম সনে,
মরাল মরালী—

প্রণয়িনী পদ্মপাশে; প্রদোষ-আগমে,
আসন্নবিরহভীত চক্রবাকমিথুনের
আর্ত্ত আবাহন। নিঃশঙ্কে বিচরে তথা
আকর্ণনয়না, ভীতা, চকিতা হরিণী
দলে দলে হৈমন্তিক শ্যামদল লোভে।
সবুস্তীরে আম্রশ্রেণী মুখ বাড়াইয়া
দেখে নিত্য আপনার শ্যাম প্রতিচ্ছায়া!
ফাঁকে ফাঁকে, দুচারিটি বিবস্ত্র অশথ
দাঁড়াইয়া শ্যাম গোষ্ঠে রৌদ্র পোহাইত।
- নানাজাতি বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গম সনে,
আনন্দে বিহরে সরে মরাল মরালী;
গ্রথিত শৈবাল-সূত্রে, থরে থরে কত
ভাসে সেথা সুহাসিনী ফুল্ল-সরোজিনী।
তথাকার ফল, পুষ্প রস-গন্ধে ভরা;
পল্লবের তরুণত্ব নিত্য মনোরম!
আপনি প্রকৃতিসতী বাঁধা প্রেম-ডোরে,
মনোহর বেশে সাজি র'ন বারমাস!
বৈশাখী জ্যোৎস্নায় সেথা, মেঘে তারা চাঁদে
নিস্তব্ধ নিশীথে হ'ত লুকোচুরিখেলা!
কখনো মেঘের সনে খেলিয়া চাতুরী,

চঞ্চল কৌমুদীরাশি সঙ্গোপনে আসি
নদীর নির্ম্মল বক্ষে পড়িত ঝাঁপিয়া;
ঝলসিয়া ঝক্‌ঝকে নাচিত কৌতুকে
ঈষৎ সমীরক্ষুব্ধা কল-আলাপিনী
শ্যামা তটিনী-সন্ত্রাসে; রজত-সফরী
ক্ষুদ্র বীচিমালাসনে ভাসিত ডুবিত
বুঝি, উচ্ছল হরষে! কভু, গৃহযাত্রী
প্রবাসীর তরী নবোৎসাহে নাচি' নাচি'
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ রবে যাইত বাহিয়া;
ক্ষরিত তরল স্বর্ণ ক্ষেপণীর মুখে!
নাবিকের গ্রাম্যগাথা ভাটিয়ারি সুরে,
ভেঙ্গে দিয়ে যেতো সস্থ, নৈশনিস্তব্ধতা।
কিন্তু হায়, শুধু আমারি অন্তর সনে
অনৈক্য সকলি! -দেখিয়া দেখিয়া কভু
বসিয়া পড়েছি দুর্ভাবনাক্লিষ্ট প্রাণে
স্রোতস্বিনীতীরে, কৌমুদীবিধৌত, স্নিগ্ধ
শ্যামতৃণাসনে, ভ্রান্তাশ্বাসে প্রবোধিত,
শান্তির আশায়। ক্রমে ক্রমে মিথ্যা ব'লে
মনে হ'তো এই বসুন্ধরা, সৃষ্টি মিথ্যা;
আপন অস্তিত্বে অনায়াসে শত্রুর

দুলিত সংশয়! নিষ্ঠুরা আলেয়া যথা
পথহারা শ্রান্ত পান্থে কাঁদায় নিশিতে,
সুখভ্রান্তি মায়ামৃগ তেমনি মিলায়ে
যেতো সহসা ধাঁধিয়া; নিয়তির প্রায়,
বাহু প্রসারিয়া ঘোর অন্ধকার-বেশে
কঠোর প্রত্যক্ষ আসি দাঁড়া'ত সম্মুখে,
অলসে পড়িত লুটি শ্রান্ত দেহখানি
শূন্য তীরে! ব্যগ্র দৃষ্টি স্বচ্ছ নীরতলে
যাইত চলিয়া, খুঁজিবারে কোথা আছে
অতল রহস্য,—প্রিয় শীতল-মরণ!
চাহিয়া চাহিয়া, কত কথা হ'ত মনে;
হর্ষ, ব্যথা সে দিনের!
উঠিত ভাবনা,—
তুমিও কি মোর লাগি এমনি আকুল!
তুমিও কি ধূলিচ্ছন্ন নিভৃতশয়নে
জাগি নিশি দ্বিপ্রহরে থাক ঊর্দ্ধে চেয়ে,
পক্ষ্মচ্ছায়ে মেলি দুটি নীলোৎপল তারা,
তারাময়ী নীলাম্বরা প্রকৃতির পানে?
সকরুণে দেখ কি চাহিয়ে প্রজাগর
বিধুর পাণ্ডুর শশী পড়ে যে ঢলিয়া

নিশাশেষে অস্তাচলে ? আবেশমীলিত
নেত্রে, শূন্য-আলিঙ্গনে, উঠ কি তরাসে
সুখস্বপ্নভঙ্গে ? কভু, মুগ্ধ অবসরে
এলায়ে কুন্তল, মাল্যরচনায় যবে
বকুলের তলে, ভুলে যাও বাহিরের
কর্ম্মকোলাহল; ক্ষীণদেহলতা ঘিরি
অবোধ মধুপ ফিরে সাধিয়া কাঁদিয়া,
সৌরভে উন্মদ, লুব্ধ; আনত ললাটে
শোভে স্বেদবিন্দু, শিশিরের বিন্দু যথা
ঝলসিত শ্বেত শতদলে; —দ্বিতীয়ার
শশীকলা সম, স্মৃতির সীমান্তে, ধীরে,
ফোটে কি গো রেখাখানি স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল ?-
হাব-ভাব-বিলাস-বর্জ্জিত স্বপ্নলেশ:
উন্মিষিত যৌবনের মৃদু টলমল,
কোমল, অস্ফুট জাগরণ !

আচম্বিতে,
প্রিয়ে, চিন্তাস্রোতে অভিমান দিত বাধা;
জিনিয়া অটল গর্ব্বে লয়ে যেতো বেগে
বিপথে ভাসায়ে মোরে; দারুণ সন্দেহ
তীব্র মদিরার মত অগ্নি জ্বালাইত

বক্ষে; মিষ্টস্তবে অবিশ্বাস শিক্ষা দিত!
চন্দ্র অস্ত যেতো তটান্তরে! উঠিতাম
প্রভাতকূজনে জাগি সহসা চমকি!
শান্তপদে পূর্ব্বপ্রাণ আসিত ফিরিয়া,
বিদ্রোহের দৃপ্ত স্বর পড়িত লুটিয়া,
দ্বিগুণ বিশ্বাসে উঠিত অন্তর ফুলি;
অনুতপ্ত, মনে পড়ে যেতো, কত মূল্য
রমণী প্রেমের; (তার গৃহটী ত্রিদিব!)
সে মহা বৈভবে তিল মাত্র অবিশ্বাস,
ক্ষমাতীত বিষম পাতক!

আজি দেবী;

এ সুদূর সামান্তে বসিয়া গাহিনু যে
মর্ম্মগাথা তোমারি উদ্দেশে; আহা, তাতে
হয় ত জাগাতে পারে পুরাতন ব্যথা;
অজ্ঞাতে ঝরিতে পারে স্মিত দুনয়ন,
তবু, শুধু ক্ষণতরে ভুলিয়া সকল,—
লজ্জা মোহ, স্বপ্ন শান্তি, উৎসব বিলাস,
ছত্রে ছত্রে বুকের শোণিতে লেখা, মোর
লিপিখানি, একবার দেখিও পড়িয়া।
শেষে, তব অন্তরের স্নিগ্ধ অন্তঃপুরে

পদ্মা

পুণ্যতোয়া নদীবধূ ফল্গুর মতন,
ভক্ত-হৃদয়ের প্রীতিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি
লোকচক্ষু-অন্তরালে রাখিও লুকায়ে ;
গোলাপী অধর ঈষৎ ফুলায়ে, উষ্ণ
একটি চুম্বন তায় করিও মুদ্রিত !
সুদীর্ঘে নিশ্বাসি' লোককর্ণ-অন্তরালে,
অভাগার নাম ধরি' অতি সন্তর্পণে,
আবেগকম্পিতবক্ষে রক্তিম কপোলে,
লজ্জাগদগদ কণ্ঠে, শুধু উচ্চারিও,
নব অনুরাগে, —"ভালবাসি ! ভালবাসি !"
প্রিয়তমে, এ নির্ভর, মিনতি আমার !

অনুরোধ

আঁচলে বাঁধিয়া তবে দেই
"মনে রেখো" অভিজ্ঞান এই !
সাথে সাথে রাখিও যতনে ;
মনে ক'রে রেখো মনে !

যেখানে যে ভাবে থাকি দোঁহে,
এ ভিক্ষা ডোবে না যেন মোহে,
রেখো সদা নয়নে নয়নে ;
মনে ক'রে রেখো মনে !

মিলনের আশা যদি ক্রমে
ত্যজিবারে চাহ মোহে ভ্রমে,
তোমার সে সংশয়-গহনে
মনে ক'রে রেখো মনে !

স্থখ শান্তি ভাই বোন্ যবে
ভাগাভাগি করি তোমা লবে,
মগ্ন থাকি স্বপনে স্বপনে,
মনে ক'রে রেখো মনে!

অকল্যাণ যদি চেয়ে আসে,
নিরানন্দ গর্জ্জে চারিপাশে
নৈরাশের বিঘোর বিজনে
মনে ক'রে রেখো মনে!

মরণের কাল চিতা জ্বালি
সবি যবে দিবে তাহে ডালি,
মোর ধন রাখিও গোপনে ;
মনে ক'রে রেখো মনে!
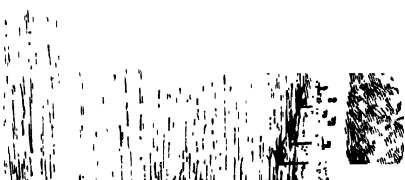
ওপারের মা মাঠে কৃষাণেরা ধান কাটে .

পড়িবে কি মনে

উষা এসে সখী-ভাবে তোমারে ডাকিয়া যাবে,
পক্ষী-বৈতালিক গাবে, —"বেলা হ'ল জাগ, রাণি!"
ত্রস্তে টানি নীলাঞ্চল ঢেকে দিবে সুকোমল
লাবণ্যের লীলাচল, প্রেম-রাজধানী!—
পড়িবে কি মনে,
সেই দিবা আগমনে?

ক্রমে রৌদ্র জানাইবে ভাদরের দ্বিপ্রহর।
আঙ্গিনার নীচ দিয়া, দাঁড়ে পাড়ি জমাইয়া,
ভরা গাঙ্গে পাল দিয়া যাবে তরী তর তর।
ও পারের মাঠে মাঠে, কৃষাণেরা ধান কাটে;
জেলে-ডিঙ্গী বাঁধা ঘাটে, কেঁপে উঠে থর থর।
বধূ জল নিতে এসে, তোমারে কি ক'বে হেসে;
পথে চেয়ে চেয়ে, শেষে, ফিরে চলে যাবে ঘর।

ঝোপে-ঢাকা ঘুগু দুটি মাঝে মাঝে ক'বে ফুটি
দুটি ভাব, অর্থ দুটি,—ভাষা, আর্ত্ত কলস্বর!
তুমিও বসিবে এসে গৃহকার্য্য-অবশেষে
ঘর্ম্মসিক্ত ক্লান্তবেশে, অন্তর করুণতর!—
পড়িবে কি মনে,
একবিন্দু অশ্রু সনে?

যবে অপরাহ্ন বেলা, ভাস্কর বিষাদে ভার!
নামিবে ধরণী'পর, মেঘসম থরেথর,
নবঘনস্নিগ্ধতর শ্যামচ্ছায়া চারিধার।
ফুটিবে কুসুমমেলা; ফুলরাশি, সন্ধ্যাবেলা,
করিবে গো ফুলখেলা বসি মৌনে একধার;
ফুলের দুলাবে দুল, ফুলে বিনাইবে চুল,
অঞ্চলে লুটিবে ফুল, কম্রকণ্ঠে ফুলহার।
সরসী-আরশী দিয়া, দিবা সজ্জা নেহারিয়া,
লজ্জা-দুরুদুরু হিয়া রবে মুগ্ধ, চমৎকার!
পড়িবে কি মনে,
সেই প্রদোষে বিজনে?

নিশি শ্যামাঞ্চল পাতি আলসে পড়িবে লুটি।
বায়ু ফুলগন্ধ আনি তোমারে লইবে টানি,
বাতায়নে মুখখানি, উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস দুটি!
ঊর্দ্ধে সৌম্য শূন্যাধার, গাঢ়নীলমেঘভার,
যদি গুরুব্যথা কার কয় ডাকি মুখ ফুটি!—
পড়িবে কি মনে,
সেই নৈশ সমীরণে?

শেষে, সুপ্তি কাল পেয়ে বসিবে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে।
তোমার দেহের পরে পরশিয়া পদ্ম-করে,
মায়ামন্ত্র মৃদুস্বরে পড়ে যাবে সুমধুরে;
নিশির দুলাল স্বপ্ন, অতলবিহারী রত্ন,
বুঝাতে পাইবে যত্ন গাহি কুহকের সুরে!
আধ আধ জাগরণে, উঠিবে না অশ্রু সনে;
কোন ব্যথা সঙ্গোপনে অন্তরের অন্তঃপুরে!—
পড়িবে কি মনে,
সেই স্বপ্ন-জাগরণে?

স্বভাবে অভাব

ফিরে লও চুম্বন তোমার ;
ফিরে লও মুগ্ধভাষা,   ফিরে দাও ভালবাসা,
জীবনের সর্ব্বস্ব আমার !
প্রেমের সমাধি দিয়া   বুঝিতে চাহিছ হিয়া ;
করিব না গোপন তোমায় ;
কল্পনার বিনিঃশেষে,   জানি, প্রত্যক্ষের দেশে
ফিরিতে যে হয় অনিচ্ছায় !
সে দিনের ভাগ্যোদয়   আজ স্বপ্ন মনে হয়,
ছিলাম ত ভিখারী তখন ;
প্রসন্না দেবীর বেশে   মৃদুপদে কাছে এসে
দিলে, যাহা চাহি নি কখন !
বিস্মিত সশ্রদ্ধচিত্ত,   পাইলাম স্বর্গবিত্ত,
মুছে গেল কুহেলিকা-মসী ;
দূরে গেল দুঃখ, শ্রান্তি ; প্রাণ ভ'রে এল শান্তি ;
মানিলাম নারী গরীয়সী !

তখন উঠিছে রবি; মর্ত্ত্যে তার শান্ত ছবি
দেখাইলে নলিন আননে;
ডাকিলে অঙ্গুলি তুলি, কি এক গৌরবে ফুলি
চলিলাম প্রভাতের সনে।
শুনিনু, আহ্বান মাঝে, আশার সঙ্গীত বাজে,—
তুমি হবে লক্ষ্যতারা সম;
করুণ আনতমুখী, সুখে সুখী, দুখে দুখী
র'বে চির জীবনের মম।
কত সাধ ছিল মনে, পেয়ে নিত্য নিরজনে,
ক'রে ল'ব তোমারে আপন;
ভাবি নাই, মাঝখানে, আভাস আঁকিয়া প্রাণে
পলাইবে মঙ্গল স্বপন!
আজ যদি অভিমানে চাহিলে না মোর পানে,
তাই হোক, বলিও না কথা;
আনিও না টল্‌টল্ বিদায়ের অশ্রুজল;
তর্কে কে বুঝেছে কবে ব্যথা!

আজো তুমি বুঝ নাই মোরে;
বুঝ নাই, সেই ভালো; কি কাজ জ্বালায়ে আলো,
আছ তুমি সুখ-ভ্রান্তি ঘোরে;

এ মোহ কি রবে স্থির,   একদিন অশ্রুনীর
যদি আলোড়িয়া তোলে স্নেহ ;
হেলা-ফেলা কারো স্মৃতি   জাগায় হুতাশ, নিতি,
যদি মনে পড়ে, ছিল কেহ ?
—তখন যে প্রাণপণে   ফিরাইতে অকিঞ্চনে
চাবে;—কিন্তু সে আসিবে ফিরে ?
হায়, যে কাঁদিয়া যায়,   কত বাধা পায় পায়
রাখে তারে শত পাকে ঘিরে !

যাই তবে, বিদায়—বিদায় !
জ্বলে' পুড়ে' মর্ম্মানলে   প্রেমনাশ পলে পলে
দেখিতে পারি না কাছে, হায় !
টুটিতেছে স্বপ্ন সব,   বাজে কর্ণে কলরব,
দেখিতেছি সম্মুখে জনতা ;
তবু মোর নাহি ভীতি, সাথে রচি' ল'ব স্মৃতি,—
ছিল ছদ্ম কারো ব্যাকুলতা !

দাও, দাও

প্রতিদান না দিয়েছ, নাই বা, এ অভাগায়,
অত সুখ করি নাই আশা ;
এত অশ্রু, এত সাধ্য, ষোড়শোপচারে পূজা,
গেছে বৃথা, যাক্ ভালবাসা !

কঠিন বিরাগ-ভরা এই তব উপেক্ষায়
তুষানলে দহিতেছে প্রাণ
প্রেম গেছে ? দাও দাও বেদনার যম-জ্বালা
প্রাণ ভরে বিষ করি প্রাণ !

কিছু নাহি দিও

শুধু ভালবেসে সাধ,
দাও বাসিবারে মোরে ;
আর কিছু নাহি দিও,
দাসী এ মিনতি করে !
দিয়ে তার প্রতিদান
আমায় সেধো না বাদ ;
না চে'তে দিও না হাতে
ধরি গগনের চাঁদ !

আমারে দিও না সুখ,
সহিবে না প্রাণে মম ;
আমারে দিও না দুখ,
তাও ত মরণ সম !
আর কিছু শিখি নাই,
কেহ শিখায় নি মোরে,
জানি শুধু ভালবাসা,
ভালবাসি প্রাণ ভ'রে।

দেবতার মত এসে,
সেবিকার পূজা নাও,
দূরে থেকে সুনীরবে
স্বরগে ফিরিয়া যাও।
আমারে দেখাও রূপ,
দেখো না আমায় এসে
আমারে ক'র না হেলা
ভ্রুকুটি-কটাক্ষে হেসে!

চিনি না তোমারে, সখা,
কে তুমি, কোথায় রও;
যে হও, যেখানে থাক,
দীনার সর্ব্বস্ব হও!
যেখানে রেখেছি তোমা
সেথা জরা মৃত্যু নাই;
আর কিছু নাহি জানি,
জানিতেও নাহি চাই।

মরিব তোমারি তরে
যখনি মরিতে হবে ;
বাঁচিব তোমারি তরে
যদিন বাঁচিব ভবে।
আমারে দিও না জ্ঞান,
ভেঙ্গো না এ খেলা-ঘর ;
আমায় অধিনী ব'লে
বিঁধ' না ছলনা-শর !

আমারে দিও না সুখ,
মরণ সমান তাহা ;
আমারে দিও না দুখ,
কেমনে সহিব, আহা !
দূরে থেকে পূজা লও,
নিকটে এস না কভু ;
কিছু নাহি দিও ভক্তে,
চরণে মিনতি, প্রভু !

কেন জ্বালিবে

কেন দীপ জ্বালিবে এখন !
আদিহীন অন্তহারা, এখনি কি হ'ল সারা
নন্দনের সবগুলি কুসুম চয়ন ?
নিবিড় তিমির-তলে অন্ধসুখ যাবে দলে' ?
প্রমোদরজনী যথা চকিতনয়ন,
হেরিয়া অরুণে ;—
অয়ি অকরুণে !

কেন দীপ জ্বালিবে এখন !
চঞ্চল কুন্তলভার নারিবে সম্বৃতে আর ;
মুক্ত-অঙ্গ মানিবে কি বসন-শাসন ?
আঁধারে দরশ ভালো, হেথা আনিও না আলো,—
ফলিতেছে পরশ-স্বপন !
থাক আলিঙ্গনে,
অয়ি বরাঙ্গনে !

কেন দীপ জ্বালিবে এখন !
বড় ভয়ে, বড় খেদে,   পলায় সহসা কেঁদে,
প্রিয় বন্দী সুখ-পাখী জন্মের মতন !
থাকে পরে বারমাস   বিশ্বযোড়া হাহুতাশ,
ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতির দংশন
জ্বালায় তৃষিতে ;
অয়ি শুচিস্মিতে !

কেন দীপ জ্বালিবে এখন !
হের ভালবাসাবাসি,   আসমুদ্র ধরা গ্রাসি
কি প্রশান্ত আনন্দেতে তিমির মগন !
নেত্রে চাপি ঘুমঘোর,   কিসের এ ছল তোর ?
ঘুমাও গো, ঘুমাও এখন ;
তিমির-রক্ষিতা
অয়ি অলক্ষিতা !

উৎকণ্ঠিত

সখি, যদি ফিরে দেখা হয় একদিন
বসন্ত-প্রভাতে ;—
অদর্শনে সন্ধ্যাবেলা থেমে কি যাইত খেলা ?
রহিতে কি অশ্রুমুখী, প্রমোদের রাতে !—
বলিও গো সলজ্জ ছলনে,
সেইদিন মধুর মিলনে !

চাহিবে কি স্নিগ্ধ চক্ষে ? মরমের ভাষা
ফুটিবে তখন ?
পরিবে কি নব বেশ, চিক্কণ কুঞ্চিত কেশ
গণ্ড ঝাঁপি' নামিবে কি চুমিতে চরণ ?
মধুরিমা বিকাশি আননে !
সেইদিন মধুর মিলনে ?

কি ভাবে হেরিবে ধরা, স্বভাবের শোভা,
—মঞ্জু কুঞ্জবন ?
সেদিন কুসুম ফুটি উল্লাসে পড়িবে লুটি
বিচ্ছুরি' কি ধরণীর শ্যাম আস্তরণ,
হেলি দুলি সোহাগ-পবনে !
সেইদিন মধুর মিলনে ?

কেমনে যাইব কাছে : কি আমি সুধা'ব !
কি হবে সন্তোষ !
শত অপরাধী হিয়া র'বে পদে লুটাইয়া ;
সলজ্জ অপাঙ্গে চাহি হরিবে কি ত্রাস
অধরান্তে মৃদু হাস্য সনে !
সেইদিন মধুর মিলনে ?

ভিক্ষারে ভেবো না ছেলেখেলা ; ক'রো ক'রো
সংশয় ভঞ্জন !
তব সে করুণা-স্পর্শে শিহরি শিহরি হর্ষে
স্মৃতির নিকুঞ্জে মোর উঠিবে গুঞ্জন !
মর্ত্ত্যে স্বর্গ হেরিব নয়নে,
সেইদিন মধুর মিলনে !

যদি নাহি হইবে সদয়, নাহি দিও

নিষ্ঠুর দর্শন !

আশারে দুরাশা ভাবি অনন্ত বিরহ যাপি

মুগ্ধ আমি, দুঃখে সুখ করিব সৃজন !

জাগিব না নিষ্ফল স্বপনে,

সেইদিন মধুর মিলনে !

ক্ষণিক বিরহ

ঝর্ ঝর্ ঝরে বারিধারা!
গিরি নদী বনভূমি
খোঁজে আজ কোথা তুমি;
সারাদিন কেঁদে কেঁদে সারা।
ঝর্ ঝর্ ঝরে বারিধারা!

বড় ভয়!—হারাই হারাই,
সদা চোকে চোকে ক'রে,
রাখিতাম তোমা ধ'রে;
এই ছিলে, এই তুমি নাই!
আর যদি না-ই দেখা পাই?

ভাল ক'রে হয় নি ত দেখা ;
তোমার রূপের বনে
মালা গাঁথি আনমনে,
ভয়ে ভয়ে ফিরি ঘরে একা ;
ভাল ক'রে হয় নি ত দেখা !

প্রাণ মোর রস-গন্ধময় !
যাহা যুটে দিয়ে যাই,
লও কি না দেখি নাই ;
ভাল ক'রে খুলিনি হৃদয়,
আর যদি বলা না-ই হয় !

কোথা হ'তে উঠে হাহাকার !
স্মৃতির শ্মশানপ'রে
কে যেন বিলাপ করে
দগ্ধ তনু, হৃদয় আধার ;
কে কোথায় শ্বাসে বারবার !

কেন মেঘ তোল কথা তার?
রে দুষ্টা বিদ্যুৎ শিখে,
একি মূর্ত্তি দিলে লিখে?
এ নাম নিও না বায়ু আর!
জলে স্থলে তারি সমাচার?

শোন্ শোন্, ওরে তরুলতা,
ক্ষণিকের অদর্শনে
প্রবোধ না মানে মনে;
তোরা কি বুঝিবি সেই কথা,
জানিস্ কি প্রণয়ের ব্যথা?

তবু—তবু—রে জড় প্রকৃতি,
পাতিয়া সহস্র কাণ
শোন্ শোন্ মোর গান;
বক্ষে ধরে রাখিস্ এ স্মৃতি;
তারে পেলে শুনা'স্ এ গীতি!

প্রত্যাখ্যান

মধুর মধুর বসন্ত ফুটিল
ফুল, ফুলে ফল, ফলে রস :
তরুণ হরিৎ পল্লবে পল্লবে
ছেয়ে গেল অশান্ত হরষ।

আসিল বসন্ত,—আহা সে নাই গো,
যাও তবে বসন্ত, ফিরিয়া ;
ফল ফুল, ওরে সে নাই এখানে,
এইদণ্ডে পড় গো ঝরিয়া !

অভিশাপ

সাধ যায় ঘুমাইতে ভাদ্দরের শ্রান্ত শান্ত
ঘনঘটাতলে;
মেঘে নাহি হাহাকার, চাপি গুরু হৃদিভার
দামিনী আবরি রূপ তিমির-অঞ্চলে;
করুণায় গলি গলি ঊর্দ্ধ হ'তে ধারাবলী
লভেছে বিরাম ধরা আর্দ্রিয়া সুজলে।
এস শ্রান্তি, এস ক্লান্তি, বল শান্তি, বল শান্তি;
ওরে মন, লভ সুপ্তি
বিস্মৃতি-কবলে।

কই শান্তি? অলীক প্রবোধ, চিতা ত নিভে না
প্রেমের শ্মশানে!
কার এই অভিশাপ, রুদ্ধ বেদনার তাপ
অগ্নিহোত্র সম সদা জ্বলিবে পরাণে?
কভু নত, কভু দৃপ্ত বাসনা অপরিতৃপ্ত
ধরি নব নব বেশ গুপ্ত শর হানে!
চরাচরে শান্তি হেন, সর্ব্বনাশী স্মৃতি কেন
তাহারে ভুলিতে গিয়ে
তারি কথা আনে?

মনে উঠে—শতমতে সে যে অবিচারে
কাঁদা'ত আমায়!
মনে নাই তার হাসি, তার ভালবাসাবাসি,
বিষম সরম-ছল মনে পড়ে হায়!
এই বরষার সাঁঝে শুধু মোর মর্ম্মমাঝে
ঘনায়ে উঠেছে তাই তরুণ তৃষায়,—
যেদিন যে অভিমানে কেটে যেত শত ভাগে,
বৃথা ব'য়ে গেছে দিন
হৃদি-পরীক্ষায়!

বারেক এ শুভক্ষণে পাইতাম তারে যদি
এমন নির্জ্জনে,
সেদিনের ভুল যত বুঝাতেম লাজ-নত,
করুণা কি জাগিত না রমণীর মনে?
থাকিত না আত্ম-পর, লুপ্ত হ'ত চরাচর
দু'জনার সুখ-স্তব্ধ নিবিড় মিলনে!
নীরব অশ্রুর কথা জানা'ত মধুর ব্যথা;
কেহ দেখিত না, উৎস
উঠিত গোপনে!

শেষে শূন্য হোক্ সব, সংসার উঠুক্ জেগে
প্রত্যহ যেমন !
আজিকার ভাগ্য-রেখা   কা'ল নাই দিক্ দেখা,
প্রভাতে মিলায়ে যাক্ নিশার স্বপন।
কাছে থাকি, দূরে যাই,   যে সুরেই গান গাই,
সাথে রবে চির-সাথী—সে সুখ-স্মরণ !
কিছু নাহি চাব আর, তাতে ক্ষতি কিবা কার ?
এতে বাদ সাধা, তার কি নিঠুর পণ !

সে যদি দুঃখের মূল ; তার' পরে তবে মোর
এই অভিশাপ !—
যখন জলদ-ভারে   কাঁদে নভ বারিধারে,
বিজলী চকিয়া উঠে পেয়ে মনস্তাপ ;
তার মর্ম্মে মর্ম্মে গিয়া   পশি বিরহীর হিয়া
হানে যেন বাসনার প্রবল প্রতাপ ;
ভুলি যত ছল-শেখা   আবেগে সে ছুটি একা
মোর বক্ষে ঢালে যেন অন্তর-বিলাপ !

প্রেম-মঙ্গল

বলিও না, প্রণয় স্বপন !
আশারে ব'ল না ভ্রান্তি ; বলিও না প্রেমে শ্রান্তি,
পলে পলে হয় যা নূতন !

শুধু প্রেমেই প্রেমের শেষ !
সে কি তুচ্ছ ছলাকলা, আছে সীমা, আছে তলা ?
এ যে মহা গভীর আবেশ !

দূরে রাখ, রূপ, গুণপনা !
যুক্তি-তত্ত্ব-ভাষাতীত এ আসক্তি হৃদিজিত ;
অমরের অপূর্ব্ব রচনা !

দুঃখ, তাও সে প্রেমেরি ছল !
আছে সৌদামিনী সম স্বর্গসুখ নিরুপম,
লুক্কায়িত, তবু মহোজ্জ্বল !

তৃষা ছেড়ে কোথা যাবি বল্ ?
বৈরাগ্য-সান্ত্বনা ল'য়ে, রুগ্ন অবসাদ ব'য়ে
সে নিসাড় জীবনে কি ফল !

মোহিনীর বেশে হের ওই,
সুধাভাণ্ড পদ্ম-করে, ডাকিছেন প্রীতিভরে
তৃষিতেরে নারী কৃপাময়ী !

সম্ভ্রমে প্রণম, হে হৃদয় !
বিনীত বিশ্বাস সাথে সে প্রসাদ লহ মাথে ;
নিখিল-সংসার হবে জয় !

ধন্য হেন মানব জনম ;
ধন্য আমি, আছে আশা, বরিয়াছি ভালবাসা,
স্বভাবের সরল ধরম !

শ্লথ-তন্ত্রী তুলি ল'ব তরে ;
প্রেমের উন্মাদ মন্ত্রে, ঝঙ্কারি উঠিবে যন্ত্রে
মঙ্গলসঙ্গীত সগৌরবে।

এলোকেশী

কবরী খুলিয়া ফেল,
চম্পক-অঙ্গুলিসৃষ্ট স্নেহবন্দী সজ্জা
মুক্ত হবে চঞ্চলিত স্বভাব-হরষে;
আযৌবন সুরক্ষিত কুণ্ডলিত-লজ্জা
খসে যথা নিমেষের পুলক-পরশে!

কুন্তল এলায়ে দেও,
কোমল কপোল বাহি, মেদুর সমীরে
নাচিবে নাগিনীগুলি রঙ্গে অঙ্গ ঘিরে;
দাঁড়াও দর্পিতা দেবি, মৃদুমন্দ হাসি'
অসম্বৃতা, এলোকেশী, রূপতৃষ্ণা নাশি'

হে রূপসী

আবর' আবর' রূপ,
হৃদয়বিহীন যদি !—সহিতে নারিবে
আপন কটাক্ষজ্বালা ও দুটি নয়ন !
তবে সে দুর্ভাগ্যপাকে কেন জড়াইবে
সরল উদার মুগ্ধ কবির জীবন ?

নিবার' বিজুলি-হাসি,
মধুর অধরে জ্বলে কলঙ্কের শিখা !
হেথায় কবির কুঞ্জ ; গুঞ্জরে কেবল
প্রেমের সৌগন্ধবার্ত্তা। মূঢ় অহমিকা,
খিন্ন হ'য়ে যাবে তব দৃপ্ত রূপ-ছল !

পূজার সময়

ফেল্ মুছে আঁখি, তোরা যত বিরহিনী,
ফুরায়েছে বিষাদের বাস্তব কাহিনী
তুচ্ছ উপকথা সম। মলিন বদন
হাসিতে উঠুক্ ফুটি পুলকে এখন।
আজি আসিছেন কাঁ'রা, মোহন অতিথি
তোদের বিজন গৃহে! আন্ নিত্য-প্রীতি,
বিরহ-সঞ্চিত-সুধা! অতি যত্ন করি
পাদ্য অর্ঘ্য, দিয়া সুখে নিয়ে যাও বরি
হৃদয়মন্দিরে! হুলুধ্বনি কর চুপে,
'অন্তরের অন্তঃপুরে শুভ শঙ্খরূপে
ফুটুক্ কল্যাণ-বাণী! নিঃসঙ্গ পথিক
এসেছে প্রবাস-পথে ভুলে বুঝি দিক্
দু'দণ্ড বিশ্রাম-আশে! ছাড়ি ছলা-খেলা
আসন্ন-বিরহ-ত্রাসে তারে এইবেলা

একান্তে বেষ্টিয়া ধর ; সহজে নিমেষে
দাও ধরা সুমধুর মিলন-আবেশে।
হের, শরতের নিশি কৌমুদী-উজ্জ্বলা,
বর্ষিছেন হর্ষ-মধু! তোদের মেখলা
কঙ্কণ নীরব কেন ? সাজি নীলবাসে
লাজে থরথর, চল প্রিয়ের সম্ভাষে।
কর অঙ্গরাগ ; রূপজ্যোতি জ্বালি দেহে
পূত হোমানল সম থাক আজি গেহে
পুণ্যের প্রতিমা !
যেথা আছ যত মাতা,
হের, আজি শূন্য গৃহে করুণ বিধাতা
ফিরায়ে দিলেন পুত্রে। লহ শির ঘ্রাণি'
কল্যাণ-কুশল বার্ত্তা ; আশীর্ব্বাদবাণী
উচ্চার' সস্নেহে। হোক্ সুধাময় সব।
শরতের শুক্লপক্ষে নারীর উৎসব
শুধু, চিরদিন বঙ্গে! যায় যেন বুঝা,
দেবতার পানে উঠে প্রিয়প্রীতিপূজা!
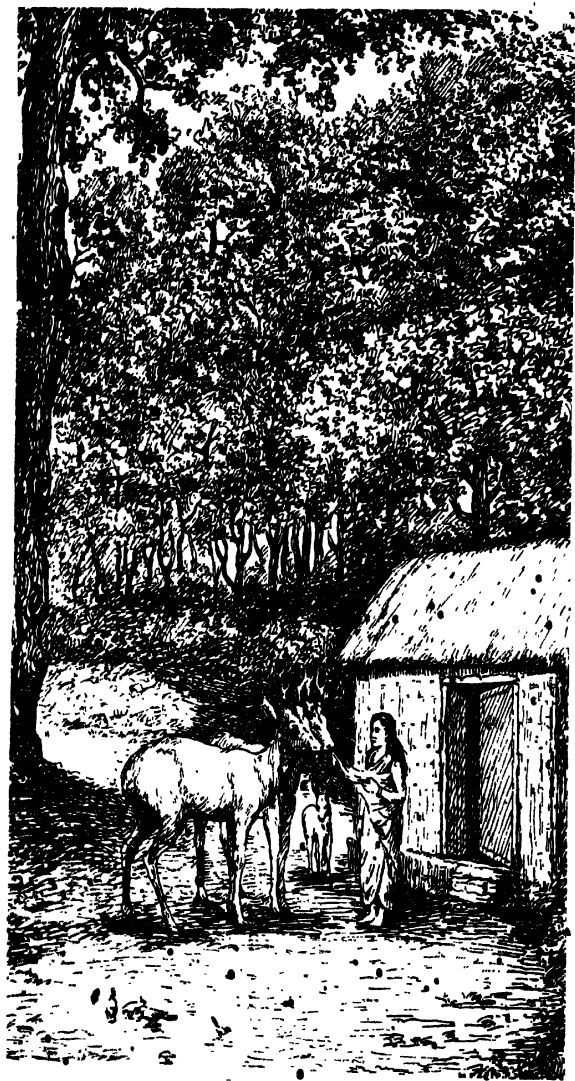
কুটীর-দুয়ারে টানি সোহাগে অঞ্চল

অন্বেষণ

হে মানসি, লহ আজি আমারে সস্নেহে
সেই মহা অতীতের স্বপ্নস্মৃতি-গেহে,—
শুচি হোমানল জ্বালি' তেজঃপুঞ্জ ঋষি
সুগম্ভীর সামগানে পূরিতেন দিশি
তপোবনে যেথা। নিত্য অরুণ-সন্তাযে
হাসিত সে বনচ্ছায়া মঙ্গল আভাসে।
কুটীর-দুয়ারে টানি সোহাগে অঞ্চল
স্নেহময়ী ঋষিবালিকার, অচঞ্চল
কুরঙ্গদম্পতি, মৌনে, ভীরু বৎস লয়ে
সুপবিত্র ভোজ্য-অন্ন মাগিত নির্ভয়ে।
সুবিশাল বনস্পতি শীতল ছায়ায়
লালন করিত স্নেহে গুল্ম-লতিকায়!
—কিম্বা, লহ তথা, যথা একদা সন্ধ্যায়
নির্ব্বাসিয়া একাকিনী রাজ-দুহিতায়

শ্বাপদসঙ্কুল বনে, ফিরিছে লক্ষ্মণ
নানা অমঙ্গল পথে করি বিলোকন।—
আর একদিন, যবে হস্তিনানগরে
জয়শীল পঞ্চভ্রাতা পশিলা কাতরে
শোকস্তব্ধ পুরে; শুনিলা, বন্দনা-ছলে
রুদ্ধ-অভিশাপকণ্ঠে বিলাপে সকলে!
ল'য়ে সিংহাসনে শ্রান্ত বিজয়-গৌরব
বসিলা সে শূন্যমঞ্চে নিশ্বাসি পৌরব

লহ সে স্মৃতির কুঞ্জে - যেথা নীপতলে
প্রণয়ের অভিষেক কালিন্দীর জলে!
ভক্ত গোপীকুলে ফেলি অগ্নি-পরীক্ষায়,
লজ্জার বসন, চোর হরিল হেলায়;
আকণ্ঠ নিমজ্জি ঊর্দ্ধে চাহে সব ধনি
বিপন্না, বিবস্ত্রা; হাসে নটচূড়ামণি।—
আর যেথা কণ্ব-গৃহে স্তব্ধ শকুন্তলা
করাঙ্কে কপোল রাখি, অবদ্ধকুন্তলা,
ছিলা বল্লভের ধ্যানে; হৃদয়স্পন্দনে,
নিশ্বাস-উচ্ছ্বাসে হতেছিল ক্ষণে ক্ষণে
বিকম্পিত স্তনাচ্ছাদি কঠিন বল্কল!—
নামিল অজ্ঞাতে অকল্যাণ অশ্রুজল

তিতি বক্ষ। বুঝেছিল যেন বা কানন
কি গভীর দুঃখে মগ্ন রমণীরতন;
সহসা দুর্ব্বাসা দ্বারে, ক্রোধ-প্রতিকৃতি,
হেরিলা, গর্ব্বিতা বালা উপেক্ষে অতিথি!

—কিম্বা, যেথা মুগ্ধবর্ষা সজল শ্যামল
সাজিল আষাঢ়ে; যক্ষ বিরহচঞ্চল,
সাধিছে মেঘেরে দৌত্যে করিতে বরণ,
প্রেরিতে অন্তরবার্ত্তা প্রিয়ার সদন;
বর্ণিছে পথের কথা, সুখ-গৃহখানি,
ভাবাবেগে মুক্ত প্রাণ, উচ্ছ্বসিত বাণী!

—কিম্বা, অভিনয়কালে উর্ব্বশী যথায়
ভুলিল সকল শিক্ষা, পূজিল তৃষায়।
রমণীহৃদয়, হেরি আরাধ্য দেবতা,
অজ্ঞাতে খুলিয়া দিল রুদ্ধ ব্যাকুলতা!
অমরাবতীতে হেরি মদন-প্রতাপ,
রুষিলা দেবেন্দ্র ইন্দ্র দিতে অভিশাপ!

তপতী-সম্বরণ.

হস্তিনার রাজপুরী।

সম্ব। এস শুভে, রৌদ্রদগ্ধ দিনে সুশোভন
কুঞ্জচ্ছায়া, সায়াহ্নের শান্ত-সমীরণ!
চির-অকিঞ্চন,—অয়ি নন্দনবাসিনি,
মুগ্ধভক্ত; নাহি জানে, হে অন্তর্য্যামিনি,
যোগ্য পূজা! তাই ভিক্ষা, সংশয় ক্রন্দন!-
যদি আসি সাধ ক'রে লয়েছ বন্ধন,
মুক্তদ্বার লভি যেন পক্ষিণীর প্রায়
ছলভরে শূন্যে শূন্যে চঞ্চল পাখায়
করিও না মায়া-ক্রীড়া; মানবের ভ্রম,
নিত্য ত্রুটি, দৈন্য মাঝে চেঁও না বিষম
অবন্ধন!

তপ। হে বরেণ্য, ব'ল না এ কথা;
রমণীরে নাহি দিও অপবাদ-ব্যথা।

সে যে তুচ্ছ ছলাকলা ; নহে নারীব্রত
কভু ! রমণী ত নহে স্বর্ণমৃগ মত
ছলনার ছদ্মরূপ ! তবে কেন র'বে
পুরুষের তপ্তচিত্তে নিরুদ্ধ নীরবে
এ তীব্র বিদ্রূপ জাগি অন্ধ স্তুতি-ঢাকা ?
নারীর কি অভিমান ! নহে বজ্রমাখা
প্রাণ তার। ছলনা ত আত্মপ্রবঞ্চনা !
মরীচিকা মৃগে সত্য করয়ে লাঞ্ছনা ;
কিন্তু আর সে কুরঙ্গ নাহি দেখে ফিরে !—
তাহারে কাঁদায়ে, বুঝি আপনি অধীরে
শূন্য মরূপরে লুটি কাঁদে মরীচিকা ;
গোপনে পুষিয়ে রাখে তাই বহ্নিশিখা
অনুতপ্ত হৃদে !

সম্ব। ক্ষম হাসি, মনোরমে,
যদি ব্যথা দিয়ে থাকি কুসুম-মরমে !
আজি মনে আসে, সেই দিন !— মৃগয়ায়
শ্রান্ত, বসিলাম শষ্পোপরি পিপাসায়
ক্লিষ্টদেহ ; প্রিয় অশ্ব পড়িল লুটিয়া
পদতলে শ্রমাধিক্যে। উঠিনু চকিয়া

সে অরণ্যে ; সদাসঙ্গী রহিল নীরব
চিরতরে ; শান্ত হ'ল গৌরব গরব
একটী প্রাণের ! ডাকিলাম নাম ধরি
ক্ষুব্ধ উচ্চৈঃস্বরে ; পরিচিত কণ্ঠ স্মরি
অন্তিম বিদায় শুধু মাগিল কাতরে।
পড়িলাম বান্ধবের হিম দেহোপরে,
শোকাচ্ছন্ন ! সেইক্ষণে লাগিল ধিক্কার,
(শূরত্বের ছলে) রাজোচিত মৃগয়ার
হত্যাক্রীড়া-প্রতি ! পশুশোক, ক্ষুণ্ণ মনে
বদ্ধ হয়ে র'ল এক অজ্ঞাত বন্ধনে !
আর মনে পড়িতেছে সেই সব কথা !
শব-পার্শ্ব ত্যজি, বক্ষে চাপি গুরু ব্যথা
জাগিলাম নিবিড় অরণ্যে ; অদোসর,
অবিজ্ঞাত, চাহিনু চৌদিকে সকাতর !
ছিদ্র করি ঘনপত্রাচ্ছাদ, সযতনে
হেরিনু মধ্যাহ্ন-অংশু পশিছে গহনে।
কলস্বর তুলিয়াছে কপোত-সেবক,
কানন-লক্ষ্মীর ; যত্নে দোলায়ে অলক
ঘনগন্ধামোদী, বহিছে সমীর-ভক্ত
মিষ্ট আজ্ঞা তাঁর ; সাধিতেছে অনুরক্ত

একবার ও শ্রীমুখ এ বক্ষ আরশী
মাঝে হের, দেবি!

কৃপার্থী নির্ঝর রাঙ্গা পদপ্রান্তে বসি,
"একবার ও শ্রীমুখ এ বক্ষ-আরশি
মাঝে হের, দেবি!" দূরে দুয়ারী অচল,
জাগিছে দুয়ারে সদা স্বগর্বে অটল।
পরে উতরিনু আসি বনান্তপ্রদেশে
সঙ্গভ্রষ্ট স্বদলের সন্ধান-উদ্দেশে।
আচম্বিতে দেখিনু চমকি, শৈলোপরি
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি! সে কি মুগ্ধকরী
শৈলমায়া? কিম্বা পুন, অহল্যার প্রায়,
বিধাতার বরে, অভিশপ্ত শিলা হায়,
সহসা রমণী হ'য়ে উঠিল বিকাশি
তরুণ যৌবনে! সে কি তুমি?—মৃদু হাসি
ব্রীড়ানত মুখে! আমি নির্নিমেষ-দৃষ্টি,
ভাবিলাম, প্রকৃতির এ করুণা-সৃষ্টি,
মোর তরে!

তপ। আর আমি, এক দিব্যদেহ
(কোনকালে কোনদিন দেখে নাই কেহ)
দেখিলাম,—সেইদিন পুরুষ প্রথম!
নারী আমি ধন্য হ'ল আমার জনম।

গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোলোকে দেখেছি যে তবে,
তারা কি পুরুষ নয়! মনে নাই, কবে
ভাবিয়াছি এত কিছু; আছে এত শোভা,
কি স্বতন্ত্র, কি বিচিত্র, নারী-মনোলোভা
বিধাতার পুরুষ-সৃজন! সে কি তুমি?—
নারীর যে দৈন্য, বুঝি ও চরণ চুমি
নির্ব্বাপিত হয়ে যায়! নিমেষ-মাঝারে
সে হয় ঐশ্বর্য্যপূর্ণা; প্রীতির সম্ভারে
মহীয়সী!

সম্ব। আর তুমি মম শুক্লপক্ষ
জীবনের, উদিলে সেদিন! শুহ্‌ বক্ষ
রেখেছিল সঞ্জীবিত, বাল-সাধ-প্রীতি
যেন মোর; কৈশোরের আধ-স্বপ্ন-স্মৃতি,
ক্ষীণকল শশিসম সে পুণ্য-ভবনে
উঠিল কি বিকশিয়া পূর্ণিম যৌবনে!
আমিও ত দেখিয়াছি নারী, তারা যেন
অপূর্ণা প্রতিমা; কি জানি ছিল না হেন
শুধু মধুরিমা করিত কি অভিনয়
নারীবেশে; ক্ষণতরে অভিনেত্রীচয়

চমৎকারি' এ দর্শকে, ক্ষণপ্রভা সম
লুকাত, পশ্চাতে ফেলি যবনিকা-তম !
নারী শুধু তুমি ; তুলনায় দেবী তুচ্ছ !
বুঝাইলে সেদিন প্রথম, কত উচ্চ
নারীদেবী ! কিন্তু দেবী মোরে অকরুণা !—
দেখা দিয়ে পলকেতে সে ছায়া তরুণা
গেল শৈলোপান্তে মিশি।

তপ। কুঞ্জ-অন্তরালে
রহি বাঁধিতেছিলাম লুব্ধ দৃষ্টি-জালে
কার দিব্যরূপ !

সম্ব। অদর্শনে—উপেক্ষিত
জ্ঞানে, অবোধ অবাধ্য প্রাণ বিলুণ্ঠিত
হ'ল সেইক্ষণে।

তপ। হেরি, আহা, মর্ম্মে মর্ম্মে
লাগিনু মরিতে ! ভাবিলাম, লোক-ধর্ম্মে
দিয়া জলাঞ্জলি প্রাণের সকল কথা
জানাই তোমারে ; ভুলে যাক্ লজ্জা-প্রথা
নারী একদিন !

সম্ব। আমি কার সুধাস্বরে
কম অঙ্গুলীর স্পর্শে, সুখস্মৃতিভরে
জাগিলাম! ভাবিলাম, ইন্দিরা বৈকুণ্ঠে
ভক্ত-দুঃখে বিচলিতা, উরি' প্রিয়কণ্ঠে
অভয় উচ্চারি দাসে, চৈতন্যরূপিণী,
দিলেন চৈতন্য!

তপ। আমি সেই অভাগিনী!
নহি অন্য; নারীর অধম।

সম্ব। দয়াবতি,
দেখা দিলে মৃদু হাসি'; স্নেহ-যত্নে অতি
দাঁড়াইলে, বসন্তের প্রথম-প্রকাশ,
সম্মুখে আমার! প্রতপ্ত তৃষ্ণার পাশ,
কুক্ষণে চাহিল, লক্ষ্মী, বাঁধিতে তোমারে!
সহসা চঞ্চলা, গেলে ফেলি অভাগারে
প্রত্যক্ষ করায়ে দৈন্য; হ'য়ে কি শঙ্কিতা,
চকিতাকুরঙ্গী-হেন হ'লে অন্তর্হিতা
শৈলপথে!

তপ। মহাত্মন্, কর নি মার্জ্জনা
আশ্রিতারে; সেই দগ্ধ স্মৃতির অর্চ্চনা

স্বেচ্ছায় করেছি অনিবার, পাগলিনী
আমি, পিতৃগৃহে ! হেরি', হৃদয়সঙ্গিনী
সমদুঃখে দুঃখী, চাহিত শুনিতে কথা ;
রাখিতাম সযতনে বক্ষে পুষি ব্যথা।
যে গভীর ক্ষত সদা রেখেছি লুকিয়ে,
আজ তারে নগ্ন ক'রে, বাহিরে আনিয়ে,
দেখিও না চক্ষে চাহি ; ভোল, ভু'লে যাও,
সব ; মিনতি আমার ! এই ভিক্ষা দাও,
আমিই সহিব !—সে কি বিস্মরিতে পারি,
সেই তব ব্যাকুল উচ্ছ্বাস ? ক্ষুদ্র নারী,
ভেবো না বুঝে নি তাহা ! প্রেমের পরশে
মরুহৃদে শুনিয়াছি, উথলে হরষে
সুধার অলকানন্দা পুষ্পিত সরোজে
এ রহস্য সেইদিন বুঝিনু সহজে !
স্বর্গ লভি, ত্যজিনু যে !—আমি মূঢ় অতি,
কি তোমা বুঝাব ! হায়, নারীর নিয়তি
কি জানি রহস্য ; বুঝি, আছে অভিশাপ,
সহিবে সে কামনার নিস্ফল বিলাপ !
আর ভারি তরে কিনা ক্লেশ নিশিদিন

সহিলে নৃমণি তুমি! বিপুল সে ঋণ,
পরিশোধ কভু কি সম্ভবে?

সম্ব। এ গঞ্জনা
কেন মুগ্ধে, দাও আপনারে? কি যন্ত্রণা
সহিয়াছি? তপ? সে কি এতই কঠোর!
জান না ত কি দুর্লভ কাম্য ছিল মোর!
এতদিন পরে আজো স্মরিলে সে কথা,
অন্তরে অন্তরে যেন কি সুখ-বারতা
ব'য়ে যায়;—ভক্তিভরে হৃদি-পদ্মাসনে
দেবতা স্থাপিয়া নিত্য তোমারে, যতনে,
করিতাম ধ্যান! প্রেম দেবতার সৃষ্টি;
প্রেমিকের তপে অহর্নিশ কৃপাদৃষ্টি
রাখেন আপনি কৃপাময়। মোরা ধরি
শুষ্ক তর্ক, শতমতে তাঁর স্নেহে করি
অনাদর!—তাই বুঝি দুরাশারে সেবি
এতদিনে পাইয়াছে ভক্ত, ইষ্টদেবী!
ধন্য আমি রাজা, ধন্য রাজ্য, রাজধানী;
তুমি, অয়ি নিরুপমে, যার রাজেন্দ্রাণী!
আজ ভাবি, আমি কেহ; আছে যেন কত
প্রয়োজন বিশ্বে মোর! কোন্ শুষ্ক ব্রত

হায়, পালিলাম কনক মুকুট পরি,
এতদিন ! করিনু কি রাজদণ্ড ধরি
বালকের নৃপ-ক্রীড়া ?

তপ। মহাযশা তুমি !
সুশাসিত তব গুণে আসমুদ্র ভূমি,
নরনাথ ; দাসী তব অক্ষমা শুনিতে
হেন মিথ্যা আত্মদ্রোহ !

সম্ব। অয়ি শুচিস্মিতে,
রাজযশ, মিথ্যা কথা !—সভয়ে যতনে,
লাঞ্ছিত স্তাবক শুধু রটয়ে ভুবনে।
রাজকৃপা, পীড়নের মিষ্ট পূর্ব্বাভাস !
রাজনীতি, সর্প সম ফেলিছে নিশ্বাস
সদা সন্তর্পণে প্রজার কুটীর ঘিরে ;
স্নেহ মায়া দূর হ'তে কেঁদে যায় ফিরে !
—আজ তুমি, হে রমণী, এনেছ হৃদয়
কঠোর রাজত্ব মাঝে ! পাইবে আশ্রয়,
মাতৃক্রোড়ে অসহায় শ্রান্ত শিশু সম,
বিপন্নের মর্ম্মব্যথা ; সিংহাসন মম
হবে সদ্য স্নেহে সিক্ত !

তপ। আজ ধন্য আমি!
যাচি দেবাশীষ, যেন চির অনুগামী
ভক্তভৃত্য সম, নিত্য রহি সাথে সাথে,
পারি তব শোকে দুঃখে, শত বিঘ্নপাতে
আনিতে আরাম; যদি কভু শ্রমাতুর,
একটি মুহূর্ত্ত তব করিতে মধুর
পারি যেন প্রাণপণে! ভাগ্য-উপচয়
হেন কল্পনা-অতীত; আজি মনে হয়
স্বপ্নসম সব!

সম্ব। ওই শুন, একেবারে
শত শঙ্খ উঠিল ধ্বনিয়া! চারিধারে
বহিছে জনতা-স্রোত; শুভ আয়োজন
প্রতীক্ষিছে আমা দোঁহে; বিবাহ-প্রাঙ্গন
সুসজ্জিত। চল ভদ্রে, তোমার দরশে
উৎকণ্ঠ প্রকৃতিপুঞ্জ মাতিবে হরষে!
মর্ত্ত্যগেহ হবে স্বর্গ তোমার যতনে,
প্রীতিময়ি!

তপ। শ্রীচরণে সর্ব্ব-সমর্পণে।

মায়ার খেলা

তটিনী-তীরে সন্ধ্যা-সমীরে
সঙ্গীত ছেয়ে আসিত;
ক্ষুদ্র কুটীরে নয়ন-নীরে
মূক-বালিকা ভাসিত।

সন্ধ্যায় তার মানস-দ্বার
খুলিত কোন্ সঙ্গীতে;
প্রকাশহীন হৃদয়লীন
কি জানি কার ইঙ্গিতে!

বিজনে বালা গাঁথিত মালা
সুদূর স্বপ্ন-চয়নে,
খুঁজিত ভাষা প্রকাশ-আশা
তার সে দীন নয়নে!

ছিল না কেহ করিতে স্নেহ ;
অজ্ঞাত তার জীবনী ;
জানিত সবে, দুখিনী ভবে
রূপসী মূক-রমণী !

একদা তথা, অপূর্ব্ব কথা,
আসিল এক অতিথি,
মোহন বেশ, চিক্কণ কেশ,
তরুণ-কম আকৃতি !

কহিলা পান্থ,—আমি গো শ্রান্ত
বিদেশী, চারু ললনে !
রহে রমণী চাহি অমনি,
পশেনি কিছু শ্রবণে !'

বুঝি', শঙ্কিতে যুবা ইঙ্গিতে
জাগাল শেষে বধিরে ;
নিমেষে নারী আসন বারি
রাখিল আনি সুধীরে।

থমকি লাজে শিহরি সাঁজে
লাগিল কারে হেরিতে ;
পুলক-স্মৃতি বিপুল-গীতি
রহিল বক্ষে ধ্বনিতে !

শ্রান্তি বিনাশি মৌনে সন্ত্রাসি
উঠিলা শান্ত যেমনি,
মূকের মুখে শুনিলা দুখে—
যেও না তুমি এখনি !

সাঁজের মেয়ে

প্রতি সন্ধ্যেবেলা দেখি নদীতীরে
আসে এক ছোট মেয়ে,
টুকটুকে কচি ঠোঁট ত্ব্খানিতে
হাসিরাশি আছে ছেয়ে।
দখিণের বায়ু বালার অলকে
মৃত্ব দোলা দিয়ে যায় ;
সাঁজের তারাটি ফুটে থাকে শুধু
সোণালি মেঘের গায়।
পড়ে না পলক, চেয়ে থাকে খালি
সেই তারাটির পানে ;
কেহ নাহি জানে, কি সে কথা হয়
নিরিবিলি ত্বটি প্রাণে !
অশথের আড়ে উঠে আসে চাঁদ,
ফুটে উঠে তারাগুলি ;
চকিতে বালিকা কোথা মিশে যায়,
ভোলা-ফুল যায় ভুলি।
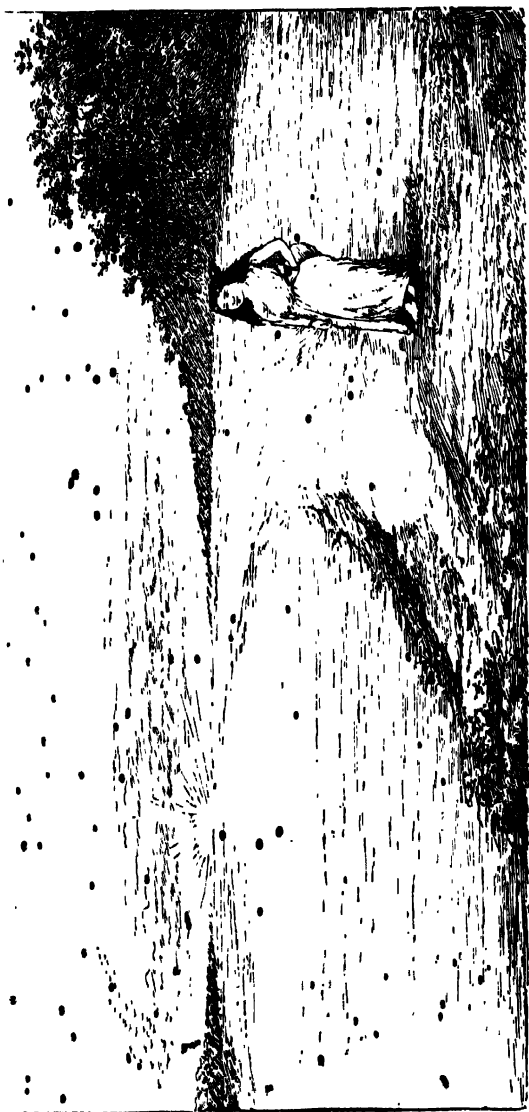
পড়ে না পলক, চেয়ে থাকে খালি
সেই তারাটির পানে :

এইরূপে যায়, একলাটি আসে
প্রত্যহ বালিকা সাঁজে ;
নদীর গোড়ায়, ডোবে শেষে চাঁদ,
আঁধার বেড়ায় কাজে।
ভোরবেলা রবি ওঠে ফিরেদিন,—
পাখীরা প্রভাতী গায় :—
মাঠ পথ ঘাট আঙ্গিনা চাতাল,
সোণা-ঢালা হয়ে যায় !
মাথার উপরে বেলা ওঠে চ'ড়ে,
ঝাঁ ঝাঁ করে চারপাশ ;
কল্‌সী ভরিয়া বউ জল নেয়,
সাঁতরায় রাজহাঁস।
বেলা প'ড়ে আসে, জাগে সোর গোল,
সন্ধ্যে হতে চলে, পরে ;
স্তব্ধ গাঁ'র পথে রাখালেরা গেয়ে
গরু লয়ে ফেরে ঘরে।
শুনি বনপথে ভাঙ্গে মরা পাতা,
কার শ্বাস বহে ধীরে ;
ফুটে ওঠে কাছে সেই হাসিমুখ,
বঙ্গের শ্রী যায় ফিরে !

এইমত রোজ আড়ালে থাকিয়া
দেখি চেয়ে তার খেলা ;
একদিন, একি ! আসে না বালিকা,
রাত হয়ে যায় মেলা।
বনে বনে ফোটে গোলাপ টগর,
কোকিল পঞ্চম গায় ;
দূর লোকালয়ে বেজে ওঠে বাঁশী,
কাছে নদী বয়ে যায়।
হাসে চাঁদ সেই আকাশের কোলে,
তারা ঝিকিমিকে' ঘিরে ;
খুঁজি চারিদিকে, কই রে সে মেয়ে ?-
চাঁদ ডুবে যায় ধীরে !
তারপরে আসি নিত্য নদীকূলে,
নিত্য ফিরে ফিরে যাই ;
সাঁজের তারাটি দেখি ফুটে থাকে
কিন্তু সে বালিকা নাই !

অঙ্গীকার রক্ষা

(একটী গল্প পাঠান্তে)

শোভিতেছে জনহীন কোন উপকূলে
একটি কুটীর শুধু ; তার পদমূলে,
উদ্ভ্রান্ত দুর্দ্দান্ত সিন্ধু তরঙ্গচঞ্চল
নাচিছে তাণ্ডবে আজি হাসি খলখল্
অশ্রান্ত আক্রোশভরে। দারুণ দুরাশে
আজি কারে লইবারে চাহে মহাগ্রাসে
মৃত্যুসম নীল নীর ? কাঁপে থর থর
ধরার কল্যাণ-শান্তি ! তবুও সুন্দর
অসীম মৃত্যুর ছায়া ; হবে বা শীতল,
কুটিল আবিল ক্রুদ্ধ মুখরিত জল !
তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটি জলোচ্ছ্বাস আসে
তখন্ প্লাবিতে তট। নীলাম্বরে হাসে
সেদিন বৈশাখী রাকা, কিন্তু সিন্ধুতীরে
আনিতে পারেনি শান্তি ! সে ক্ষুদ্র কুটীরে
চিন্তাম্লান বালা এক বেষ্টিয়া দু'করে
রুগ্ন-শিশু-ভ্রাতাটিরে, অতি ভীতিভরে,

মাতৃসম অবোধ আকুল স্নেহ দিয়া
মুমূর্ষুরে প্রাণপণে আছে আগুলিয়া
মৃত্যু-রাহু হ'তে ! হায়, বাড়ায়ে বাড়ায়ে
তৈলহীন প্রাণ-দীপ রাখিছে জাগায়ে
শুধু লুব্ধ-আশে ! মৃত্যু, কর্ত্তব্যে কাতর ;
তবু ছল ছল্ল নেত্রে ক্রমে অগ্রসর !
কহিল বালক ধীরে,—বুকে বড় ব্যথা !
তুমি না বলিতে আগে মরণের কথা,
ম'লে সবে যায় স্বর্গে ! আমিও কি তবে
যাব সেথা ?—দিদি অশ্রু মুছিল নীরবে !—
তারপরে অতিশ্রান্ত মলিন-আনন
কি যেন আকাঙ্খাভরে হ'য়ে উচাটন
মাগিল স্নেহের কোল,—আজন্ম-আশ্রয়।
ভগ্নকণ্ঠে কহিল বালক,—ভয় হয়
একা যেতে ; ছেড়ে র'ব কেমনে তোমারে
সেই দূর দেশে ! সেকি ওই সিন্ধুপারে ?—
দুটি অশ্রুকণা ফুটিল নিষ্প্রভ চক্ষে !
দারুণ বাজিল আসি মৌনে নারীবক্ষে
একান্ত নির্ভরমাখা অক্ষম বিনতি,
সুকুমার সকরুণ স্নেহের মিনতি !

আত্মহারা অভাগিনী করিল সান্ত্বনা,—
আমি তোর যাব সাথে। নিষ্পাপ ছলনা
শুনিলেন অন্তর্য্যামী। সরল নির্ভরে
ঘুমায়ে পড়িল শিশু অন্তিম আদরে।
রৌদ্র-প্রকৃতির খেলা থামিল বাহিরে,
ম্লানচ্ছায়া ফেলে গেল একটি কুটীরে!
সেই সাগরের কূলে, পুন সেই তিথি;
এতদিনে নববর্ষ - মোহন অতিথি
উপাগত বিশ্বের দুয়ারে! সেই তীর,
তদুপরি এক পার্শ্বে সে মৌন কুটীর!
তেমনি দাঁড়ায়ে আজি এক বর্ষ পরে,
কোন্ পুরাতন স্মৃতি তপ্ত বক্ষে ধ'রে!
তেমনি বৈশাখী জ্যোৎস্না-অমল ধবল;
আজি ধীর মনোহর খেলিতেছে জল!
তটে সেই বালা শুধু সন্তাপ-বিধুরা,
হেরে কাল খল নীর ভ্রাতৃশোকাতুরা,
লালায়িত নেত্রে! দেখাইয়া প্রলোভন
তারেই নির্ব্বন্ধে সিন্ধু ডাকিছে তখন;
প্রশান্ত-গম্ভীর রূপে প্রকাশি গরিমা,
শত ছলে দেখাইছে সুপ্তির মহিমা।

আপনার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে ! ক্রমে ধীরে ধীরে
মধ্যাকাশে এল চন্দ্র ; সলিলে সমীরে
সহসা বাধিল দ্বন্দ্ব ! উঠিল উচ্ছ্বাস,
অমনি গর্জ্জিয়া তট করিবারে গ্রাস
আসে স্ফীত লক্ষফণা জাগ্রত-গৌরবে !
তখনো তরুণী বসি' তটান্তে নীরবে,
হেরে মুগ্ধা, ক্ষীপ্ত-শোভা ! কখন অজ্ঞাতে
কুমারীর ছন্নমতি বিষম সংঘাতে
ধরেছে বিকৃতমূর্ত্তি !—জাগিল স্মরণে
মুমূর্ষ ভ্রাতার ভিক্ষা ; শিশুর নয়নে
কি বিশ্বাস, কি নির্ভর ! রাখা ত হল না
অঙ্গীকার, সে যে তার মৃত্যুর সান্ত্বনা !
সে কি ছিল ছল ?—শত অনুতাপ-বাণ
একত্রে করিল তার মরমে সন্ধান !
শিহরি' শুনিল বালা স্পষ্ট স্বর কার,—
কই তুমি আসিলে না ?—ডাকিল আবার !
সে সময়ে দৃপ্তমত্ত তরঙ্গসংঘাত
একসঙ্গে তটোপরি করিল আঘাত !
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম !—তট শূন্য পরিষ্কার !—
হয়েছে কোথায় রক্ষা স্নেহ অঙ্গীকার ;

বেলা যায়

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেহে
ডাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত স্নেহে
নিদ্রিত পিতারে ; —ওঠ বাবা, বেলা যায় !
—অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য্য অন্তর্হিত প্রায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চরিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দুটি কথা
চলে গেল সেথা। —নিস্তব্ধ শিবিকা মাঝে
ধ্বনিল কম্পিত কণ্ঠে মর্ম্মাহত লাজে, —
ওরে বেলা যায় ! বিস্মিত বাহকগণ
নামা'ল শিবিকা। লালা, কম্পিতচরণ,
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া, —বেলা যায় !

ফেলিলেন খুলি বসন ভূষণ যত ;
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়। স্বপ্নাহত ;
শুভক্ষণে আপনারে কুড়ায়ে লইলা
বন্ধনবিহীন ! অদোসর, বাহিরিলা
ধরণীর মুক্তক্রোড়ে। জ্বলে বহ্নিকণ
ছল ছল নেত্রপ্রান্তে ; কি জানি দহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের ! ঊর্দ্ধে চাহি
নিশ্বাসিলা। কোথা হ'তে উঠিল কে গাহি
সেই দুটি কথা--বেলা যায়, বেলা যায়—
বিশাল অনন্ত ভরি গম্ভীর সন্ধ্যায়।
সতর্ক ভর্ৎসনাভরা শাণিত শাসন
গর্জ্জিল কি স্নেহ-রোষে উদার গগন ?

হুহু করি সান্ধ্যবায়ু ফেলিয়া নিশ্বাস
ছুটে এল শূন্য হতে ; ত্যজি দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইছে আঁধারে ;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে,
যাইতেছে হারাইয়া ! কোথা গেল রবি
সুদূর দিগন্ত মাঝে ? মুছে গেছে ছবি

দৃপ্ত দিবসের। ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি; হেরিয়া গোধূলি.
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ-বেদনায়!
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক্‌ভরা
কেবল বিদায়-যাত্রা মুক্ত, মায়াহরা
মহান্ গমন!—ছুটিলা তৃপ্তি মনে.
কাঁর ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে!
লক্ষকোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,
নীরবে দেখাল পথ নাশি অন্ধকার!
সহজ, সুপরিচিত; বহু উচ্চারিত
সেই দুটি পুরাতন কথা, রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
শত শত মুগ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে!

চৈতন্যের তিরোভাব

পুরীতীর্থে সৌধছাদে বসি দেখে গোরা
সাগরের লীলা ;— উদ্দাম-উল্লাস-ভরা
কলকল জলরাশি, ফেনিয়া ফেনিয়া
উঠিছে আবেগভরে দুলিয়া ফুলিয়া
অশান্ত পবনে। —সেদিন পূর্ণিমাতিথি ;
শশী-সীমন্তিনী নিশি, পরি তারা-সিঁথি
উদিল সাগরে। আজ দুকুল ভরিয়া
জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। গোরা দেখিছে চাহিয়া,
হতেছে হোলির ঘটা প্রকৃতির দোলে,—
সাগরে সমীরে তীরে, বাসন্ত হিল্লোলে !

রহস্যমগন নভ অনিমেষে চাহি
সে অতলে লক্ষ আঁখি পূর্ণ অবগাহি

পায় নাই দেখা যেন, যা দেখিতে মায়া ;
শ্রান্ত শুধু দেখি দেখি নিজ প্রতিচ্ছায়া !
ফিরে ফিরে যায়, পুন আস্ফালি' দ্বিগুণ
মল্লসম, ঊর্ম্মিগুলি শ্বসিয়া দারুণ
ছুটে এসে প্রতিহত সৌধপদতলে ;
ভাঙ্গিবে প্রাচীর-কারা দৃপ্ত বাহুবলে !
তরঙ্গ কত না হেন এসেছে, গিয়াছে ;
কত বা মিলায়ে গেছে, না আসিতে কাছে।—
কখন কেমন ক'রে, কোন্ সে কল্লোল
তন্দ্রামগ্ন মর্ম্মমাঝে তুলিল হিল্লোল !
উঠি দাঁড়াইল গোরা রোমাঞ্চিত মনে ;
ভ্রমিতে লাগিল দ্রুত পদবিক্ষেপণে।
চিন্তাগুলি পক্ষপুটে, কারামুক্তপ্রায়,
উড়িয়া চলিল শূন্যে স্বপ্নের ছায়ায় !
কত কথা, কত ভাব আজি নিরজনে
বহিয়া আসিল কাছে উন্মুক্ত পবনে।
—সেই মথুরার কথা ;—হেরিতে বাসনা !
হায় ব্রজস্বপ্ন !—কবে পূরিবে কামনা ?
—লীলা-খেলা আজো বাঁধা স্মৃতির প্রপঞ্চে
সে কালের অভিসার নিভৃত মালঞ্চে,

ভক্ত গোপিকার ; --রাধা বিরহ-মগন,
মরি, ম্লান, প্রেমপূর্ণ চারুচন্দ্রানন !
বাঁধা-পড়া যশোদার স্নেহের বন্ধনে ;
গোঠে গোঠে গোচারণ রাখালের সনে ;
বৈষ্ণব কবির কত সাধনার ফল,
নর-চক্ষে হেরি হবে জীবন সফল !
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, মাধুর্য্য ;
অগাধ, অতুল কিবা ব্রজের ঐশ্বর্য্য
লুটিবে বিভোরে ! আহা, ভাবিতে ভাবিতে
বসিয়া পড়িল পুন গদগদ চিতে।
দেখিল চাহিয়া, মহা রহস্যের প্রায়,
উদ্বেল সমুদ্রতটে ধরিত্রী ঘুমায় !
দাঁড়াইয়ে সৌধসারি গণিছে প্রহর ;
পড়ি দীর্ঘ রাজপথ আরাম-বিভোর !
আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা কবে মুখরিয়া,
নিখিলের অঙ্গে অঙ্গে প্রীতি মুঞ্জরিয়া,
গেয়ে ফিরে গেছে ঘরে আনন্দ-সঙ্গীত ;
সুনীরবে প্রতিধ্বনি আছে অবহিত,
অনন্তের কুহরেতে ; জেগে জেগে ব'সে
আপনারে শুনে শুধু অপার সন্তোষে !

ক্রমে গাঢ়, গাঢ়তর হয়ে নিশীথিনী
নামিল সাগরে, ধরা হ'ল অনাথিনী !
দূর লোকালয়ে শেষ-দীপটুকু কাঁপি
নিবে গেল। গোরা তখনও চুপি-চাপি
বসি ; —শুধু, সৌম্য শান্ত সুস্নিগ্ধ রজনী
সাথে, ধীরে আবেগের সরৌদ্র বাঁধনি
নামিছে নিখাদে ! নিবিড়, নিবিড়তম
আনন্দে মগন হ'ল হৃদি অনুপম ;
বিক্ষুব্ধ বারিধি সম আকুল অধীর,
তবু মহিমার ভারে উদার গভীর !
ডুবে গেল লঘু তৃষা, সহজ কামনা ;
জাগিল প্রগাঢ়তর প্রেমের সাধনা।
চাহিয়া, চাহিয়া সেই ক্ষিপ্ত সিন্ধু-ক্ষেত্রে,
অদ্ভুত-মানস-সৃষ্ট, উল্লসিত নেত্রে,
দেখিলা অপূর্ব্ব দৃশ্য ! — ব্রজগোপী মিলে
পরি চারু নীলাম্বর, যমুনার নীলে
জলকেলি করে সুখে, অবলা অখলা !
হেরিলা, সুনীলগর্ভে কদম্বের তলা ;
—সে গোকুলচন্দ্রে ; শিরে শিখিপুচ্ছ-শোভা ;
পীতধড়া, বনমালা ; বংশী মনোলোভা !

--সঘনে কাঁপিল অঙ্গ তিতি অশ্রুজলে,
ঝাঁপিতে উৎকণ্ঠা, রাঙ্গা চরণকমলে!

* * * * *

* * * * *

প্রাতঃকালে সিন্ধু হ'তে উঠে এল রবি,
পূর্ব্বদিকে জলতলে ফেলি রাঙ্গা-ছবি;
পাখীরা উঠিল গাহি 'প্রভাতী' সহসা,
হাসি মেলিলেন আঁখি প্রকৃতি অলসা!
বনে বনে ছুটে গেল মেদুর সমীর,
দোল্ দোল্ দোলা দিয়ে আমোদে অধীর!
সে প্রাতে সাগরতীরে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে,
প্রিয় শিষ্য রামানন্দ, প্রেমানন্দে রঙ্গে,
মৃদু মৃদু আরম্ভিলা গুঞ্জন, নর্ত্তন;
উচ্ছুসি উঠিল ভাবে মুক্ত-সঙ্কীর্ত্তন!
বেলা বেড়ে ওঠে, বাড়ে উৎসাহ প্রবল;
গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে চলে শেষে দল
গুরুগৃহ পানে ধেয়ে,--দর্শন-মানসে;
গুরু শিষ্যে একসাথে ভাসিতে সুরসে!-
লও প্রেম, পরিত্যক্ত কে আছ কোথায়,
আরো লও, ভ'রে লও যত প্রাণ চায়;—

ডাকিয়া ফিরিছে তীরে তীরে সঙ্কীর্ত্তন !
ভাবুক পাগল সিন্ধু করিছে নর্ত্তন !
গুরুগৃহ-সন্নিকটে এসেছে যখন,
শিষ্য স্বরূপের যেন ভাঙ্গিল স্বপন ;
বলে,—আরে, রাখ গীত ; থামাও মৃদঙ্গ
আজি যেন ঘটেছে কি, হতেছে আতঙ্ক !
প্রতিদিন কতদূরে প্রভু ছুটে আসি,'
আগুসরি লন ডাকি কত মিষ্টভাষি,'
বাহু তুলে নেচে নেচে মুখে 'হরিবোল' ;
কই রে সে প্রেম-মুখ ভাবে উতরোল ?
এত শুনি ধেয়ে সবে আকুল গমনে,
উত্তরিল মুক্তদ্বারে, আহ্বানি সঘনে।
হায়া করি কে জানি রে উঠিল কাঁদিয়া !
প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, আহা, দেখে অন্বেষিয়া,
গোরা নাহি !—হায়, হায়, শিরে হানি কর,
ব'সে পড়ে ভূমে অশ্রু বহে দর দর।
"চল খুঁজি ঘরে ঘরে,"—বলি ফিরে সবে ;
(মাথায় চড়িছে রবি তখন নীরবে)
ধায় শ্রান্তিহীন, অন্ন নাহি গেছে মুখে ;
ভরসা বাঁধিতে, বুক ভেঙ্গে পড়ে দুখে।

কই, গৌর কই ?—কাঁদি উঠে সঙ্কীর্ত্তন ;
গৃহে গৃহে খুঁজি ফিরে অতি উচাটন !
পথে ঘাটে যারে দেখে, সুধায় কাতরে
সকরুণ সংকীর্ত্তন,—কই গৌর, কৈ রে !
অশ্রুধারে বক্ষ ভেসে যায় নিরাকুলে ;
ফিরি ফিরি গায় শূন্য সাগরের কূলে !—
কি বলে অদূরে'ক'টি কৌতূহলী ছেলে ?
"সাগর হইতে জালে এইমাত্র জেলে
তুলিয়াছে, হের, ওই দিব্যকান্তিধরে !"—
শুনি ছুটে রামানন্দ, স্বরূপ কাতরে !

দেখে গিয়া প্রান্ত-তটে সিকতা-উপর
সুদীর্ঘে শয়ান, কার দীপ্ত কলেবর !
তখন গিয়াছে ভানু সাগরে ডুবিয়া ;
গুরুপদে শিষ্যদ্বয় পড়িল লুটিয়া।

নদীর মিনতি

কেন আহা বসে আছ রৌদ্রদগ্ধ তীরে,
হর তৃষা, অবগাহ আমার এ নীরে
নিঃসঙ্গ পথিক ! নিঃসঙ্কোচে এস চলি
চঞ্চল চরণক্ষেপে স্বচ্ছ বক্ষ দলি ;
আরো এস নামি, —যেথা, গভীর হৃদয়ে
ফুটে নৃত্য-গীত ; ল'ব সে গুপ্ত নিলয়ে
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে বাঁধি। সর্ব্ব তাপ গ্লানি
দূর করি দিব ভ্রাত। স্নেহসিক্ত পাণি
বুলাইব তপ্ত গাত্রে। বড় শ্রান্ত তুমি ;
কত বা বিঁধেছে পদে ও বন্ধুর ভূমি !
সান্ত্বনা শুশ্রূষা সনে দিব ধৌত করি
সকল কলঙ্কলেখা ; শুভ্রবাস পরি
যেও তুমি স্নাত, শুদ্ধ, যথা ইচ্ছা সুখে ;
গ্লানি শুধু ফেলে যেও, পাতি ল'ব বুকে।